কালিদাসের

বিদ্যালাভ কাব্য।



শ্রীনবীনচন্দ্র দাস প্রণীত

এবং

প্রকাশিত।

কলিকাতা

বহুবাজার ষ্ট্রীট ২৭ নং ভবনে "ওয়েলিংটন" প্রেসে

শ্রীব্রজনাথ দের দ্বারা মুদ্রিত হইল।

সন ১২৮৩ সাল।

বিজ্ঞাপন।

প্রচলিত কিম্বদন্তী দ্বারা এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে, সুবিখ্যাত কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস প্রথমে সাতিশয় অজ্ঞ ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ গৌড়াধিপতি মানিকেশ্বরের কন্যা রত্নাবতীর (ইঁহার অপর নাম বিদ্যোত্তমা) সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রত্নাবতী সাতিশয় বিদ্যাবতী ছিলেন; তিনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে অসংখ্য বরপাত্রকে বিচারে পরাস্ত করেন। তন্নিবন্ধন যোদ্ধৃগণ যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া অশেষবিধ কৌশল সহকারে রত্নাবতীর সহিত কালিদাসের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া দেয়। কিন্তু বাসরগৃহে কালিদাসের অজ্ঞানতা প্রকাশিত ও অশেষ প্রকারে প্রমাণিত হওয়ায়, রত্নাবতী গুরুতর অবমাননা করিয়া, অবরোধ হইতে তাঁহারে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কালিদাস তৎপ্রযুক্ত সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সরস্বতীর আরাধনায় বিদ্যালাভ করিবার অভিলাষে গহন কাননে প্রবেশ করেন। এবং অবশেষে বাগ্দেবীর বর প্রাপ্ত হইয়া অদ্বিতীয় কবি হইয়া উঠেন। তিনি আপনার কবিশক্তির গুণেই সুবিখ্যাত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার প্রধানতম সভ্য পদে নিয়োজিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রথিত ও প্রতিপন্ন হয়েন। অদ্যাপিও তাহার যশঃ সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। আমি সেই সমস্ত জনশ্রুতির সার সংগ্রহ পূর্ব্বক "কালিদাসের

বিদ্যালাভ কাব্য " এই নাম দিয়া, এই খণ্ড কাব্য খানি প্রচার করিলাম। সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ সন্নিধানে সানুনয় প্রার্থনা এই, এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানির প্রতি একবার সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেই, আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিব।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই, সংশোধন-কারক পণ্ডিত অভাবে এই পুস্তকের প্রথম তিন ফর্ম্মার স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি হইয়াছে। সহৃদয় পাঠক গণ মহানুভাবত্বাগুণে সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া অনুগৃহীত ও বাধিত করিবেন। নালমতি পল্লবিতেন

কলিকাতা।
আশ্বিন; সন ১২৮৩।

শ্রীনবীনচন্দ্র দাস।

উৎসর্গপত্র।

বিদ্বৎকুলতিলক ও পদ্যকমলামোদী

সহৃদয় মহোদয়গণের

অনুগ্রহরসাভিষিক্ত করতলে

এই পদ্যময় গ্রন্থখানি গ্রন্থরচয়িতা

কর্ত্তৃক

সসম্মানে ও সমাদরে

অর্পিত হইল।

কালীদাসের

বিদ্যালাভ কাব্য ।

প্রথম সর্গ

পুণ্যভূমি জম্বুদ্বীপ এভব ভিতর ।
রত্নগর্ভ সম যাহা কহিতে বিস্তর ॥
বহুশস্য জন্মে তাহে অতি মনোহর ।
যে শস্য ভক্ষণে ভবে জীয়ে থাকে নর ॥
যে দ্বীপের জয় হেতু ব্রহ্মাণ্ডের ভূপ ।
গৃধিনী প্রতিম সবে হয়েছে লোলুপ ॥
তার মধ্যে উজ্জয়িনী নামেতে নগরী ।
যাহাতে বিক্রমাদিত্য বিক্রমে কেশরী ॥
তাঁর যশে পরিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড হইল ।
দ্বাপরে ধর্ম্মের পুত্র যথা পুরে ছিল ॥
পাকত সন্ন্যাসি কাটি বেতাল সিদ্ধিল ।
সেই হেতু বিশ্বপতি দেব শক্তি দিল ॥
দৈব বল পেয়ে রাজা হয়ে বুদ্ধি জীবি ।
একটি নগর তুল্য পালিল পৃথিবী ॥

নবরত্ন সভাস্থাপে করিয়া যতন ।
স্বর্গে যথা সুরেশ্বর করিলা স্থাপন ॥
উক্ত সভামধ্যে ছিল সুধি নয় জন ।
ভার্গব বশিষ্ঠ নিভ এক এক জন ॥
নবরত্ন চূড়ামণি কালীদাস কবি ।
কবি মধ্যে কবিশ্রেষ্ঠ যথা গ্রহে রবি ॥
যাঁর যশঃ সাধুগণে করয়ে ঘোষণা ।
যাঁর কাব্য পড়ি জ্ঞান পায় সর্ব্বজনা ॥
ধন্য সেই কবিবর ভারত ভিতর ।
বাল্মীকি প্রতিম এবে ছিলা ছন্দকর ॥
পরম ভাবুক কবি তুমি গুণাকর ।
ভূমি মধ্যে মণিগর্ভ যথা খনিবর ॥
যশের পতাকা তব উড়িছে সংসারে ।
বিজয়ী কেতন যথা যুধিষ্ঠির দ্বারে ॥
দেখি যশঃস্তম্ভ তব লুব্ধ মম মন ।
কিছু যশঃ দেহ মোরে এই নিবেদন ॥
দুঃখি যদি ভূপালের সঙ্গে তীর্থে যায় ।
শত সঙ্গ সমাগমে সুচি করে কায় ॥
তদরূপ কবি দাস তব অনুগামি ।
কৃপাকরি শিক্ষা কিছু দেহ কাব্যস্বামী ॥
দমিয়া অমর তুমি দুরন্ত সমনে ।
ত্রিদিবে যেমত আছে চিরাদিত্যগণে ॥
অলঙ্কৃত করিয়াছ কলি কবিবর ।
করিল যেরূপ ত্রেতা দ্বিজ রত্নাকর ॥

চিরজীবি সে বাল্মীকি এভব মণ্ডলে।
বেদব্যাস আর তুমি যথা বিদ্যাবলে॥
রচিব জীবন কীর্ত্তি তব হে সুকবি।
জ্ঞান রশ্মি দেহ যথা বিশ্বে দেয় রবি॥
কিম্বা সুধাদানি যেন দেব সুধাকর।
অনায়াসে সুরবাসি করয়ে অমর॥
সেই রূপে চিরস্থায়ী বিশ্বে মোরে কর।
এমম মিনতি পদে তব বুধেশ্বর॥
নব সুধি লয়ে সুখে বিক্রম রাজন।
করিতেন মহানন্দে সুকাল যাপন॥
একদা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে বসি।
নব [illegible]ধি মধ্যে যেন নবগ্রহে শশি॥
মনোহর চন্দ্রাতপ ঊর্দ্ধভাগে ঝোলা।
নিরখিলে সেই সভা বুদ্ধি হয় ভোলা॥
চতুস্পার্শে ঝালরেতে মুকুতারঝলি।
ঝুলিছে অসংখ্য গুচ্ছ সম হিরাবলি॥
ঝুলে যথা রাসমঞ্চে রাসেশ্বর রাসে।
কিম্বা মহোৎসবে লোক ঝোলায় আবাসে॥
মস্তকেতে মনিময় শোভিছে মুকুট।
শোভে যথা হেমকূটে তুঙ্গতর কূট॥
রতন সম্ভব বিভা সম ক্ষণপ্রভা।
ঝল ঝলি মুকুটের উজ্জ্বলিছে আভা॥
প'লে সৌরকর তাহে খেলায় বিজলি।
খেলে যথা ঝলঝলে শুদ্ধ হিরাবলি॥

চারিপাশে সূরিবৃন্দ বসে তারা সম।
বহুদর্শি বুদ্ধিজীবি কেহ নহে কম॥
বামভাগে ধন্বন্তরি ক্ষপন মিহির।
ধীমান অমরসিংহ বরাহ সুধীর॥
দক্ষিণেতে বররুচি ঘটককর্পূর।
শঙ্কু বেতালের সহ বসে যেন সুর॥
কবি গুরু কালীদাস বসে সেই পাশে।
যাঁহার কবিত্বে কবি নিরবয় ত্রাসে॥
তরক্ষুর মধ্যে যেন মৃগরাজ সম।
হেনরূপে বসি কবি চির যম দম॥
শত শত পাত্র মিত্র বসে হাস্য মুখে।
হাসে যথা সৌরকরে সরোরূহ সুখে॥
কৌতুকের ছলে রাজা কহে কালীদাসে।
সুমধুর ভাষি ভাষা শুনিবার আশে॥
শুন হে ভারত রত্ন কবি কালীদাস।
তোমার কবিত্বে কবিগণ পায় ত্রাস॥
কবিত্ব সুযশ গীত গায় পরস্পরে।
কাব্য সুধাকর আছে তোমার উদরে॥
ভারতির বরপুত্র তুমি কবিবর।
নাহি দেখি তোমা সম শ্রেষ্ঠ কাব্যকর॥
যাদঃপতি যেমন বিশ্বেতে রত্নাকর।
সেরূপ তোমারে দেখি এবে কাব্যাকর॥
এরূপ রচনা শক্তি পাইলে কোথায়।
বাণী অনুকম্পা বিনা যাহা নাহি পায়॥

বাল্মীকি পাইয়া তাহা ব্রহ্ম কৃপা হেতু।
রামায়ণ রচি শেষে বাঁধে যশঃ সেতু॥
বেদব্যাস পেয়ে পরে ব্রাহ্মির কৃপায়।
পয়োধি প্রতিম রচে ভারত যাহায়॥
কোথা পেলে কবিবর দেবি বাগ্দেবী।
আদ্যোপান্ত কহ শুনি কিরূপেতে সেবি॥
শুনিতে আমার মন আকাঙ্ক্ষিত অতি।
যথা সীমন্তিনী ভবে পতি গুণ সতী॥
কিম্বা দুঃখি লোক যথা ধন অভিলাষে।
প্রকাশে যেরূপে স্পৃহা বদান্যের পাশে॥
সুমধুর ভাসি তুমি এবে কালীদাস।
বিবরিয়া কহি মোর পূর্ণ কর আশ॥
কবিবর কহে তবে শুন দণ্ডধর।
কহিব আদ্যন্ত পাই যেরূপেতে বর॥
পেয়েছিনু বহু দুঃখ ভ্রমি বনে বনে।
অজ্ঞাত বাসেতে যথা পাণ্ডু পুত্রগণে॥
বাল্যকালে ছিনু আমি দুরন্ত প্রবল।
করিতাম সদা খেলা লইয়া কুদল॥
দুর্ব্বৃত্ত দেখিয়া মোরে পিতা মহাশয়।
দিলা পড়িবারে শেষে গ্রাম্য বিদ্যালয়॥
শিক্ষক নিকটে থাকি উপবিষ্ট গিয়া।
অধ্যয়ন প্রতি কিছু নাহি চায় হিয়া॥
সর্ব্বদা করিব খেলা এই মন গতি।
যুবতি যৌবন যেন সদা চাহে রতি॥

অপরাহ্নে বিদ্যালয় বিরামের পরে।
বিতণ্ডি বালক সহ যথা নীচ নরে॥
লেখনি হরণ করি বস্ত্র ছিঁড়ি কার।
দ্রুতগতি পলাইলে তার কান্না সার॥
বালকদিগের পিতা আসি মমালয়।
কহিত পিতার কাছে দেখাইয়া ভয়॥
তব পুত্র সকলেরে করয়ে প্রহার।
এরূপ দৌরাত্ম্য কভু ভদ্র নহে তার॥
নানা ভয় প্রদর্শন করি তারা সবে।
গৃহে গেলে যাইতাম গৃহেতে নিরবে॥
তিরস্কার সহ পিতা বুঝান আমায়।
বুঝান উৎসঙ্গে করি ততোধিক মায়॥
দুষ্টত্ব বশত আমি নাহি শুনি কানে।
যথা হিত উপদেশ খল নাহি মানে॥
উপদ্রব পিতা মম নাপারি সহিতে।
কহিতেন শিক্ষকেরে যোগ্য দণ্ড দিতে॥
দোষ দেখি অধ্যাপক করিলে শাসন।
হইতাম মহাক্রোধি যথা মূঢ়গণ॥
ক্রোধভরে না মানিয়া গালি দিয়া তাঁরে।
পলালে আসিত ছাত্র মোরে ধরিবারে॥
উপল খণ্ডের ঘাত করি ছাত্রগণে।
আশু পলাইলে তারা কাঁদে দুঃখমনে॥
রোদন করিয়া শেষে পিছে পিছে মোর।
আসিত তাড়ায়ে যথা প্রহরিরা চোর॥

দুরন্ত প্রান্তর আমি করি অতিক্রম।
উঠিতাম বৃক্ষোপরি নাহি ডরি যম॥
তারাধারি গোধূলি করিলে আগমন।
নামিতাম উচ্চ বৃক্ষ হইতে তখন॥
নামে যথা কাষ্ঠ কাটি কাঠুরিয়াগণ।
হেন রূপে ভয়ে ভয়ে হয়ে সচেতন॥
দৃষ্ট পথ রোধ যবে করিত রজনি।
আসিতাম চুপে চুপে গৃহেতে তখনি॥
আসে যথা চৌরকুল ঘোর অন্ধকারে।
চৌর্য্যকার্য্য হেতু রাত্রে সন্ধি কাটিবারে॥
অবসান দিবা দেখি জননী আমার।
বিষাদে কাতরা দেবি পর নাহি যার॥
হ্রদশোষে শফরি যেমতি ঘুরে নীরে।
তেমতি জননী দেবি অসুখি শরীরে॥
কিম্বা হারাইয়া মনি ফণিনী সহসা।
খোঁজয়ে যেরূপ মাতা সেরূপ বিবশা॥
গৃহে এলে মা আমার করিয়া স্ব কোলে।
দিতেন আহার সদা বহু স্নেহ বোলে॥
অকৃত্রিম স্নেহবাক্যে অবিরল মোরে।
বুঝান জননী যথা প্রতিবাসি চোরে॥
অত্যন্ত করিয়া ক্ষোভ করেন ভৎর্সনা।
অরে বৎস পরিণামে দিবি কি যন্ত্রণা॥
ব্রাহ্মন কুলেতে তুই হইলি উদ্ভব।
অজ্ঞানত্ব আশ্রয়িলি অভাগ্য এসব॥

ত্যজিয়া স্বকীয় গ্রাম গিয়া অন্য গ্রামে।
থাকিতাম নির্ভয়েতে নিজ জন ধামে॥
দুই তিন দিবাপরে আসিলে স্বধামে।
দেখি হর্ষ মাতা যথা যশমতি শ্যামে॥
দরিদ্র সম্পত্তি নিভ করি মোরে কোলে।
বুঝান জননী কত সুমধুর বোলে॥
অরে কালীদাস বুঝি বৎস তোর প্রাণ।
নিশ্চয় পাষাণময় নাহি কিছু আন॥
শুনেছি পাষাণময়ী উমা হরজায়া।
অচল অচল পিতা প্রতি নাহি মায়া॥
তেমতি কঠিন বৎস তোমার হৃদয়।
কিম্বা তুমি বনমালি প্রতিম নির্দ্দয়॥
কাঁদাইল যশমতি ভ্রমি বনে বনে।
শেষে মধুপুরে গেলা আনন্দিত মনে॥
কাঁদি হারাইলা জ্যোতি নয়নের সতি।
যথা রাহুগ্রাসে নভে দেব তিষাম্পতি॥
তেমনি করিবি মোরে অনুভব হয়।
হারাব কাঁদিয়া আঁখি বুঝিনু নিশ্চয়॥
এরূপ বুঝান মোরে মাতা নিরন্তর।
তথাচ না শুনি আমি শুন নৃপবর॥
অনন্তর ভবদীয় পিতা যজ্ঞ করে।
তাহে বহু দ্বিজ গণ আইল নগরে॥
ভুরি ভুরি দ্বিজ এলো নানাবিধ নামে।
তাসহ আমার পিতা আসেন এধামে॥

মহোৎসব করি নৃপ যজ্ঞপূর্ণ দিল।
যেরূপ পূর্ব্বেতে যজ্ঞ সগর করিল॥
কিম্বা দক্ষযজ্ঞ মত করে পিতা তব।
দ্বিগুণ বাড়িল তাহে তাঁর যশঃরব॥
কনিষ্ঠ রামের সহ ছিলাম আবাসে।
সকলে হইত ভীত আমার তরাসে॥
একদা জননী মোরে সুমধুর স্বরে।
কহিলেন বৎস কালী কাষ্ঠ নাই ঘরে॥
রন্ধন করিতে নারি কিকরি উপায়।
আহরণ করি কিছু আনরে ত্বরায়॥
রন্ধনে প্রবৃত্ত আমি হতে পারি নাই।
বুভুক্ষা কাতর রাম কাঁদে তব ভাই॥
জননী আদেশে আমি পরশু সংহতি।
চলিলাম বনে যথা কাঠুরিয়া গতি॥
কৌতুক করিয়া রাজা কন কবিবরে।
পালিতে মায়ের আজ্ঞা না লয় অন্তরে॥
তব সহোবলে ব্যগ্র প্রতিবাসি যত।
যেহেতু অন্যায়ে তুমি সদা ছিলে রত॥
মাতৃ বাক্য শিরোধার্য্য করিলে যে তুমি।
এসকল বাক্য বুধ অবিশ্বাস ভূমি॥
হাসিয়া কহেন কবি শুন নরপতি।
রক্ষিতে মায়ের আজ্ঞা চির ছিল মতি॥
কিন্তু বিদ্যোৎপন্ন জ্ঞান উপাৰ্জ্জিতে যবে।
আদেশিলে থাকিতাম সর্ব্বদা নিরবে॥

পালিতাম মাতৃবাক্য অন্যাদেশে ভূপ।
কহিনু নিশ্চয় এবে পাণ্ডব স্বরূপ ॥
প্রবেশিয়া ঘোর বনে কাষ্ঠ অন্বেষণে।
খুঁজিতে লাগিনু যথা পক্ষি ব্যাধগণে ॥
দেখিলাম উর্দ্ধে চাহি বহুপাদোপরি।
বৃহত আছয়ে শাখা শুষ্ক মূর্ত্তি ধরি ॥
তদোপরি ছেদাশয়ে কৈনু আরোহণ।
যথা দেখি ত্বরা উঠে কাঠুরিয়াগণ ॥
প্রখর পরশ্বাঘাতে বৃক্ষ শাখা মূল।
আরম্ভিনু কাটিবারে বুদ্ধি হয়ে ভুল ॥
যদোপরি বসে আছি কাটিতেছি তারে।
সরম কহিতে নৃপ এক্ষণে তোমারে ॥
ছেদ সাঙ্গে শাখা সহ ভূমিতলে পড়ি।
পঞ্চত্ব পাইয়া শেষে যাব গড়াগড়ি ॥
হেন বোধ মোর নাহি ছিল নরেশ্বর।
কাটিনু একাগ্র চিত্তে নাহি কোন ডর ॥
ছেদিনু অর্দ্ধেক শাখা পর্য্যন্ত রাজন।
অব্যাজ হয়েছি শেষে ভূমের পতন ॥
ইতিমধ্যে শুন তবে কহি ভবেশ্বর।
ঘটিল সুন্দর মোরে ঘটনা তৎপর ॥
গৌড়বাসি নাম রাজা মাণিক ঈশ্বর।
ছিল বরা কন্যা তার নর অগোচর ॥
রত্নাবতী নাম তার সম পদ্মালয়া।
কিম্বা রূপে হর জায়া যেমতি অভয়া ॥

পাইয়া সুন্দরি কন্যা আহ্লাদিত ভূপ।
শিখাইল বিদ্যাতারে পুত্রের স্বরূপ॥
ধারণীয়া স্বীয় বুদ্ধি হেতু রত্নাবতী।
উন্নতি করিল বিদ্যা যথা বৃহস্পতি॥
অদ্বীতিয়া সুপণ্ডিতা হৈল গুণবতী।
যথা বিদ্যাশিলা বাণী হরিপ্রিয়া সতি॥
দেখিয়া মাণিকেশ্বর আনন্দিত অতি।
যেন উমাপতি হর দুহিতা ভারতি॥
যৌবন সময়ে রামা আসি উতরিল।
দেখিয়া মাণিকেশ্বর কৌশলে কহিল॥
বিবাহের কাল তব বৎস্যে উপস্থিত।
কিরীতি করিব কহ হয়েছি চিন্তিত॥
স্বয়ম্বরা হবে কিম্বা সুশুভ সম্বন্ধ।
সুপাত্র দেখিয়া করি যে বিধি নির্ব্বন্ধ॥
পিতৃবাক্য এবম্বিধ শুনি রত্নাবতী।
সঙ্কুচিত লজ্জা হেতু হইলা যুবতী॥
কিঙ্করীর দ্বারা ধনী নিজ অভিপ্রায়।
প্রকাশ করিলে দাসী কহিল রাজায়॥
স্বয়ম্বরা না হইবে রত্নাবতী সতি।
বিচারে জিনিবে যেবা সেই তাঁর পতি॥
দুহিতা মানস ভূপ করি হৃদগত।
সভা সমারোহণেতে হইলেন রত॥
অমাত্য প্রভৃতি শেষে সমবেত হয়ে।
মন্ত্রণা করিল রাজা সভাসদ লয়ে॥

স্থিরীকৃত যুক্তি হলে যোজক ডাকিয়া।
কহিলেন যোক্তাগণে সব বিশেষিয়া॥
সুকুমার বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন সুধীর।
আন যোক্তা হেন পাত্র কহিলাম স্থির॥
বিচারে জিনিবে যেবা বালিকা আমার।
বরিবে স্বামিত্ব পদে কহিলাম সার॥
জামাতা হইয়া সুখ ভুঞ্জিবে বিস্তর।
ত্রিদিবে যেমন সদা শতমন্যুবর॥
অতএব ত্বরাকরি যোজকের দল।
আনহ সুপাত্র এবে করিয়া কৌশল॥
ভূপাদেশে যোক্তাগণ করিয়া গমন।
ক্রমশঃ করিল দেশ অনেক ভ্রমণ॥
সুকুমার বিজ্ঞতম দেখি রাজ সুত।
আনি দিল রাজধানী সর্ব্বগুণযুত॥
ক্রমে বিদ্যা প্রভাবেতে দেবি রত্নাবতী।
পরাভূত পাত্রগণে করিল যুবতী॥
লজ্জাভয়ে ভূপালেরা করে পলায়ন।
হিমাংশু প্রভাবে যথা খল অহিগণ॥
কিম্বা কেশরিণী ভয়ে কুরঙ্গের দল।
সদা গতি সম ধায় বৃদ্ধি করি বল॥
বার্ত্তাবহ আসি বার্ত্তা দিলেক ভূপালে।
ধৃতরাষ্ট্রে সঞ্জয় যেমতি যুদ্ধকালে॥
নৃপতি মাণিকেশ্বর সবিশেষ শুনি।
চিন্তিত হইল যথা যোগ ধর্ম্মে মুনি॥

আহ্বানি ভূপাল দুঃখে যত যোদ্ধা দলে।
অনাদর করি শেষে কহিল কৌশলে॥
কেমন ভূপাল সুত বরপাত্র এবে।
আনিলে অবিদ্যা দেবি তারা সবে সেবে॥
পরাভূত হয়ে সবে করিল গমন।
চুপে চুপে অপহর্ত্তা পলায় যেমন॥
বরপাত্র অন্বেষণে পুন সবে যাও।
আর্য্যাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্য যথোত্তম পাও॥
নৃপাদেশে বদ্ধদল হয়ে যোদ্ধা গণ।
নানা জনপদে শেষে করয়ে ভ্রমণ॥
ভ্রমণের কষ্টে সবে সদা উচাটন।
তীর্থে যথা ভ্রমি পাপি পাপের কারণ॥
কতিপয় দিবান্তরে সুবিজ্ঞ সুবরে।
এনে দিল যোদ্ধাদল গৌড় নরবরে॥
বিচারে হারিয়া তারা সহ রত্নাবতী।
পলাইল সরমেতে হারাহয়ে মতি॥
কেশরীন্যাক্রমে যথা পলায় শার্দ্দূল।
হেনরূপে ভূপতিরা বুদ্ধি হয়ে ভুল॥
গোপনেতে স্ব স্ব দেশে তারা কৈল গতি।
নিশাকালে সভয়েতে যেরূপ অসতি॥
কিম্বা কেশর্য্যাক্রমণে তরক্ষু যেমন।
শঙ্কায়ে স্বারণ্য ত্যজি যায় অন্যবন॥
আসিয়া সন্দেশবহ পুন বার্ত্তা দিল।
শুনি শ্রুতিমূলে রাজা চিন্তিত হইল॥

কি হবে উপায় বসি ভাবেন ভূপাল।
বলে কন্যা বিদ্যা শিখি হইল জঞ্জাল ॥
কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গৌড়েশ্বর।
চিন্তা সিন্ধু মাঝে ডুবে হইল কাতর ॥
ভৌমি সয়ম্বরে যথা জনক রাজন।
দুঃখ পয়োধিতে ডুবে আগে করি পণ ॥
কিম্বা লক্ষবেঁধা পণে দ্রুপদ ঈশ্বর।
পড়িল বিপদে যথা এবে গৌড়েশ্বর ॥
যোক্তাগণে বারম্বার ডাকিয়া ভূপতি।
পাত্র হেতু প্রেরণিলা অতি শীঘ্রগতি ॥
উপযুক্ত পাত্র তারা না পাইয়া ভবে।
আনিল ত্রিপুণ্ড্র ধারি টুলো সুধী সবে ॥
বিচারে কবিদগণ পরাজিত মানি।
পলাইল যথাজ্ঞানে ছাড়ি দেবি বাণী ॥
বিদ্যারত্ন বলে ভাই শুন শিরোমণি।
পলাইনু ভেক যেন হেরে কাল ফণী ॥
চমৎকার ইহা বুধ কহি শুন সাটে।
কোমল কমল দলে যথা বৃক্ষ কাটে ॥
শার্দ্দূলতাড়িত যথা ধূর্ত্ত ফেরু খল।
পলাইল হেন রূপে টুলো সুধীদল ॥
সঞ্জয় প্রতিম দূত বার্ত্তা দিল ভূপে।
শুনিয়া বিষাদে রাজা ডুবে চিন্তাকূপে ॥
নিবৃত্ত হইয়া শেষে রাজ কার্য্য প্রতি।
ভাবেন কি হবে এবে দুহিতার গতি ॥

অহর্নিশি এই চিন্তা হইয়া প্রবল।
বৈরি সমা চিন্তা নৃপে করিল বিকল॥
দিবা অবসান দেখি গৌড় নরপতি।
অবরোধে চলি গেলা মন দুঃখে অতি॥

ইতি কালীদাসের বিদ্যালাভ
কাব্য প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

প্রভাত হইল দ্রুত পলাল শর্ব্বরী ।
জরাসিন্ধু ভয়ে যথা পলাইল শ্রীহরি ॥
পদ্মানন্দা উষা আসি দিলা দরশন ।
তিরোহিত বেগে তম গহ্বরে তখন ॥
যথা দেখি খগেশ্বরে পন্নগ বিবরে ।
আশু বেগে প্রবেশয় স্বীয় নাশ ডরে ॥
স্বকীয় দূতেরে হেরি সুখে পঙ্কজিনী ।
তুলিলা বদন প্রিয় স্মরি বিনোদিনী ।
প্রেরিয়া উষারে দেব অংশুমালি রবি ।
উদিলা উদয়াচলে কি বর্ণিবে কবি ॥
যথা ভব প্রলয়েতে ব্রহ্ম বিশ্বপতি ।
প্রকাশিয়া তেজ রাশি ভাসিলা যেমতি ॥
প্রভাকর করজালে দিবা প্রকাশিল ।
দেখি সূর্য্যমুখি নাথে হাসিতে লাগিল ॥
তাসহ সরসিরুহ হাসিলেন সরে ।
যথা নারী প্রিয়তম স্বামি দেখি ঘরে ॥
ত্যজিয়া শয়ন শয্যা উঠি গৌড়েশ্বর ।
নিরবে রহিল সদা যথা দুখি নর ॥
কিরূপে নির্ব্বাহ হবে দুহিতার বিয়া ।
চিন্তি নৃপতির শেষে উড়ে গেল হিয়া ॥

করতলে কপোল বিন্যাসি গৌড়েশ্বর।
উপবিষ্ট শয্যোপরি হইয়া কাতর॥
দেবাঙ্গিনী নাম্নি তাঁর কলত্র সেকালে।
সহসা আসিয়া কহে কর হেরি গালে॥
কি হেতু দুঃখিত নাথ বল গৌড়পতি।
লঙ্ঘিলে কি রাজ ধর্ম্ম হইয়া কুমতি॥
কিম্বা প্রজারঞ্জনেতে হয়েছ পতিত।
না হরিলে কার ধন করিয়া অহিত॥
হেরিয়া মলিন তব কমল বদন।
দশদিক শূন্য দেখি হয়ে ক্ষুব্ধ মন॥
যেহেতু মৃণাল যদি হয় আঘাতিত
নিরাপদ পঙ্কজিনী না হয় কিঞ্চিত॥
কিম্বা রাহুগ্রস্থ দেখি কুমদিনী বসি।
সুখে কি থাকিবে যবে তমহর শশী॥
অতএব ত্বরাকরি প্রভু বিবরণ।
বাঁচাও দাসীরে কহি ক্ষুব্ধ কিকারণ॥
বিষণ্ণ তোমারে নাথ হেরি গৌড়পতি।
ক্ষোভযুক্তা দাসী যথা স্বামী হীনা গতি॥
মৃদু সুমধুর বাক্য রাজ্ঞির ভূপতি।
শুনিয়া কহিলা পিক বসন্তে যেমতি॥
অয়ি প্রিয়া উপস্থিত দেখি সর্ব্বনাশ।
চিন্তিয়া এক্ষণে মোর বলবুদ্ধি হ্রাস॥
নাবুঝি পড়ানু মেয়ে বহুবুধ আনি।
সুপণ্ডিতা এবে কন্যা যথা দেবি বাণী॥

করিয়াছে পণ মেয়ে দেবী রত্নাবতী।
বিচারে জিনিবে যেবা সেই তাঁর পতি॥
বিস্তর নগর হতে রাজ সুত আসি।
বিচারে হারিয়া গেলা স্বীয় মান নাশি॥
যথা চৌর চৌর্য্যকার্য্য করি বনে বনে।
পলাইল হেন প্রিয়া বরপাত্র গণে॥
আর্য্যাবর্ত্ত কিম্বা আর দাক্ষিণাত্য দেশ।
অন্বেষণি যোক্তা কষ্ট পাইল অশেষ॥
এক্ষণে কোথাও দেবি যোগ্য পাত্র নাই।
পরিণয় কিরূপে হইবে ভাবি তাই॥
এ কন্যারে পরাভবে হেন পাত্র ভবে।
অধিক বিরল রাজ্ঞী কি হইবে তবে॥
কিরূপে রাখিব বল কুলের পদ্ধতি।
বিদ্যাশিখি বিরুদ্ধ করিল রত্নাবতী॥
জামাতা হইবে কুলে বাড়িবে গৌরব।
বৈপরিত্য কৈল মেয়ে শিখি বিদ্যাসব॥
বিশেষ উরগ গৃহ ভয়ঙ্কর যথা।
বয়স্কা অদত্তা কন্যা গৃহে থাকা তথা॥
কি জানি হে পরিণামে কলঙ্ক বা হয়।
ভাবি হৃদকম্প মম হয়েছে নিশ্চয়॥
এক্ষণে বিমুগ্ধ আমি এবিপদে পড়ি।
ঘুরিতেছি যথা ঘুরে অন্ধফেলি নড়ি॥
শুনি অসম্ভব রাণী রাজার বচন।
বিশেষি কহিলা দেবী নৃপকে তখন॥

কি ভয় তোমার নাথ স্থির কর মতি।
রক্ষিবে মানীর মান ব্রহ্ম বিশ্বপতি॥
সর্ব্বগত ব্রহ্মরীতে বদ্ধজীব ভবে।
যারাদৃষ্টে আছে কন্যা অবশ্য সে লবে॥
হারিবে তাহার কাছে শুন গৌড়পতি।
জরাসিন্ধু যুদ্ধে দেব শ্রীপতি যেমতি॥
ব্রহ্ম নিয়মানুগত বিশ্বে যত জীব।
যে বিধির বিধি হেতু ধ্বংসকর্ত্তা শিব॥
লঙ্ঘিতে দৈবের রীতি অসমর্থ সবে।
বাড়াবাড়ি কৈলে মিছা তার এই ভবে॥
বিশেষ মিথুন পদে জীব জন্তু যত।
করেছেন সকলেরে বিশ্বপতি রত॥
কাল প্রাপ্ত হলে হবে নিয়মানুগত।
নাহিক সংশয় নৃপ কহিলাম যত॥
কীট যাত সূত্র গুটি ভেদি কীটা যবে।
বাহিরিলে তার পতি মিলেদেখ ভবে॥
যথা তথা থাকে কিন্তু অচিরায় আসি
পুরায় তাহার বাঞ্ছা বহুবাধা নাশি॥
সময় হইলে নাথ তদরূপ হবে।
হারিবে নিশ্চয় মেয়ে দেখিবেক সবে॥
চিন্তাদূর করিপুন প্রেরো যোদ্ধাগণে।
অনর্থক ভাব কেন বসে ক্ষুব্ধমনে॥
চেতন পাইয়া রাজা বাক্য উপদেশে।
দূর করি চিন্তা যত উঠিলেন শেষে॥

সভা সমা রোহনীয়া শেষে গৌড়পতি।
সমবেত হইলেন সচিব সংহতি॥
অনন্তর কহিলেন ওহে মন্ত্রিগণ।
কন্যার বিবাহ হেতু মন উচাটন॥
কর্ত্তব্য এক্ষনে কিবা কহ মন্ত্রি তবে।
কুযশ হইবে বিয়া না হইলে ভবে॥
পুনঃ যোক্তাগণে প্রেরো গৌড়অধিপতি
কহিল সচিবগণ হয়ে হৃষ্টমতি॥
ডাকিয়া মাণিকেশ্বর যোজক সকলে।
পুনঃ বর পাত্র আন কহিলা কৌশলে॥
নৃপাদেশে যোক্তাগণ কৈল আবেদন।
কোথাও সুপাত্র বিশ্বে না দেখি রাজন॥
আর্য্যাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্য মধ্যে দেশ যত।
খুজিলাম গ্রামে গ্রামে কবো নৃপ কত॥
নানা দেশ ভ্রমণেতে শীর্ণ কলেবর।
সুস্থতা বিহনে বপু যাবে নৃপবর॥
এক্ষনেতে কিছু দিন দাও অবসর।
আনিদিব পরে খুঁজি যেবা শ্রেষ্ঠবর॥
বিজ্ঞতম যতপাত্র আনি দিনু মোরা।
পরাভব হল সবে মিছেমাত্র ঘোরা॥
কি জানি কেমন সুধি তব দুহিতারে।
পড়াইল যেবা আসে হারায় তাহারে॥
কি শাস্ত্র পড়িল মোরা বুঝিতে না পারি।
শাপভ্রষ্টা বাণী বুঝি তোমার কুমারী॥

তা নাহলে এত পাত্র কেন পরাভবে।
এমত ঘটনা নৃপ কে দেখেছে কবে ॥
সে যাহা হুউক্ এবে দাও অপসর।
আসিব নিশ্চয় মোরা অল্পদিন পর ॥
রুষিলা নৃপতি শেষে যোক্তাবাক্য শুনি।
ভগীরথে দেখি যথা অষ্টাবক্র মুনি ॥
কিম্বা মূঢ় দ্রৌণি যবে দ্রৌপদি সন্তান।
বধিলে রুষিত যেন অর্জ্জুনের প্রাণ ॥
দেখি গৌড়েশ্বর ক্রোধ কহে যোক্তা বর।
অনর্থক কেন রোষো কহ নরেশ্বর ॥
বিশ্রাম মাগিনু মোরা কিছু তব কাছে।
নাহি দেহ যাব পুনঃ ভাগ্যে যাহা আছে ॥
আজীবন তব কার্য্যে হেলা করি নাই।
সহসা রাগিলে এত দুঃখে মরি তাই ॥
অতএব নৃপ মোরা অন্বেষণে যাই।
খুঁজি গিয়া ইতঃস্তত যথা পাত্র পাই ॥
ইহা বলি যোক্তাগণ বিদায় লইয়া।
চুপে চুপে পরামর্শ করে দূরে গিয়া ॥
প্রধান যোজক বলে অন্য যোজকেরে।
কর্ত্তব্য কি কহ সবে পড়িলাম ফেরে ॥
দুশ্চরিত্রা হেন নাহি দেখি রাজবালা।
বিদ্যা শিখি ঘটাইল ঘটকের জালা ॥
ভ্রমণ কষ্টেতে গেলা জীবনের আশা।
নাহি হেরি হেন কন্যা যোক্তাকুল নাশা ॥

পথশ্রমে মৃত্যু কিম্বা রাজ কোপে দেশ ।
নিশ্চয় ছাড়িতে হবে কহিনু বিশেষ ॥
উভয় অনন্য ভাই হইল প্রতিম ।
যত দুঃখ দিল বামা কহিতে অসীম ॥
অতএব চল সবে এই বার যাই ।
মাতৃমুখ পাত্র আনি খুজে যথা পাই ॥
করিয়া চাতুর্য্য বিয়া দিব অবশেষে ।
থাকি বা না থাকি সবে এরাজার দেশে
বিশেষত মম মনে অনুভব হয় ।
অহঙ্কারি জনে শুভ কদাচিত নয় ॥
যার হেতু ধার্ত্তরাষ্ট্র সহ সহোদর ।
হইল অচিরে রণে নাশকুরুবর ॥
সীতাহর নৈকষেয় অহমিকা তরে ।
বংশ সহ ধ্বংস দুষ্ট রাঘবের শরে ॥
অহঙ্কারী জনে ক্ষমা প্রভু বিশ্বপতি ।
কভু না করেন তার শেষে অধঃ গতি ॥
অন্য অপরাধ হতে দম্ভ দোষ অতি ।
বুঝিয়া সত্বর দণ্ডে ব্রহ্ম বিশ্বপতি ॥
একারণে রাজ বালা ভাগ্যে অজ্ঞ স্বামি ।
লিখেছেন সৃষ্টিপতি অনুভবি আমি ॥
চল সবে যাই মোরা অবিদ্যা যেজন ।
নিশ্চয় আনিব হেথা দৃঢ় কর পণ ॥
অবিবাদি জনে যেবা দুঃখ দেয় মনে ।
বিড়ম্বনা দেখ ভবে তার সর্ব্বধনে ॥

একবাক্য যোক্তাগণ হয়ে অবশেষে।
অজ্ঞান কুপাত্র খুঁজি ভ্রমে দেশে দেশে ॥
কোন স্থানে না পাইয়া পাত্র মাতৃমুখ।
ভ্রমিলা অনেক মিছা পাইয়া অসুখ ॥
অবশেষে হেথা আসি উজ্জয়িনী-পুরে।
খুঁজিল নির্ব্বোধ পাত্র গৃহে গৃহে ঘুরে ॥
প্রাক্তনের ফল লঙ্ঘে কার সাধ্য ভবে।
কাটিতেছি কাষ্ঠ যথা উপস্থিত সবে ॥
বৃক্ষতল দিয়া রাজা রাজপথ ছিল।
আতপে তাপিত হয়ে তথায় বসিল ॥
কুঠার-নিনাদে মম, যোজকেরা যত।
ঊর্দ্ধে চাহি দেখে মোর জ্ঞানবুদ্ধিহত ॥
কহিলা প্রধান যোক্তা শুন যোক্তৃগণ।
পূর্ণিবে মনের আশা সিদ্ধ হবে পণ ॥
এইত পাইনু মোরা পাত্র মাতৃমুখ।
এতদিনে গেলা বুঝি পথশ্রম-দুখ ॥
কৌশল করিয়া শেষে নামাইয়া তলে।
সুমধুর ভাষে তারা মম প্রতি বলে ॥
কহ হে যুবক! তুমি কোন্ কুলোদ্ভব।
নাম ধাম জাতি মোরা শুনিব এসব ॥
ব্রাহ্মণসন্তান, মম নাম কালিদাস।
কহিনু যোজকে স্বীয় পরিহরি ত্রাস ॥
কাষ্ঠ হেতু আসিয়াছি বাস এই গ্রামে।
কি লাভ হইবে তব বল মম নামে ॥

শিরোধার্য্য মাতৃবাক্যে কাষ্ঠ আহরণে।
আসিয়াছি নামাইলে কহ কি কারণে॥
কার্য্যকাণ্ড আমার দেখিয়া যোক্তৃগণ।
অদ্বিতীয় অজ্ঞ মোরে করে নিরূপণ॥
কহিল প্রধান যোক্তা বুঝি অনন্তর।
বিবাহ করিবে কালি! চল হয়ে বর॥
উষার প্রতিম পাবে মনোহরা নারী।
শ্বশুর পাইবে বাণ সম তেজ ভারি॥
বিয়া হলে রাজ্যপাবে তুমি বৎস গুণী।
শান্তা বিয়া করি যথা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি॥
কিম্বা ক্ষীরোদেতে সুখী খলারি শ্রীপতি।
হইবে তেমতি কালি! শীঘ্র কর গতি॥
চারুশীলা বিদ্যাবতী আছে কন্যা ভবে।
নারায়ণ-রমা-লাভ সম তব হবে॥
কিম্বা হিমাদ্রিজা উমা পেয়ে যথা হর।
হইবে তেমতি সুখী শুন দ্বিজবর॥
কহিলাম, কোথা হেন কন্যা কহ শুনি।
দিবেক বিবাহ মোরে আমি কিবা গুণী॥
অবিদ্যের মধ্যে আমি গণিত এ ভবে।
এমন মিলন যদি অসম্ভব হবে॥
কোন্ দেশে পরিণয় দিবে কহ মোর।
কিম্বা লয়ে যাবে যথা ছেলেধরা চোর॥
কোন্ রাজা যোগ্য কন্যা বিশ্বে রাখিয়াছে।
যাব যদি সত্য কহ সবে মোর কাছে॥

কহিল, নগর গৌড় বসুধা-ভিতর।
প্রসিদ্ধ ভূপাল তাহে মাণিক ঈশ্বর॥
রত্নাবতী নাম্নী তাঁর কন্যা মনোহরা।
তাহার প্রতিম বিশ্বে নারী নাহি বরা॥
পদ্মাক্ষী গৌরাঙ্গী ধনী যেন সে ইন্দিরা।
বিদ্যাবতী বাণীসমা শচিসমা ধীরা॥
দেখিলে ভুলিবে তুমি তার ভুজ ভুরু।
যে ভ্রমে বাসব পড়ি না মানিল গুরু॥
বদনকমল যদি হের বৎস! তার।
ভুলিবে সুধাংশুভ্রমে কহিলাম সার॥
কিম্বা পঙ্করুহ মনে না ধরিবে পুন।
নিশ্চয় কহিনু কালি মনযোগে শুন॥
রম্ভাতরু মৃণালেরে হৃদে আদর্শিয়া।
বুঝি বিধি উরুভুজ গড়িলেন গিয়া॥
মনোজ-নিগড় বামা এ বিশ্বে অতুল।
কি আর কহিব বৎস! কহিলাম স্থূল॥
মনোহর বাক্য শুনি যোজকের মুখে।
হইনু দ্বিগুণ স্ফীত স্বীয় মন-সুখে॥
ভুলালে আমারে কহি কথা মনোহর।
কুহক-চতুর যথা বিশ্বে বাজিকর॥
চলিলাম আনন্দেতে যোজক-সংহতি।
সুধাংশু ধরিতে যথা বামনের গতি॥
হেথায় রন্ধনহেতু মাতা স্নান করি।
কাষ্ঠি প্রতীক্ষায় ছিল মম আশা ধরি॥

ক্রমে ক্রমে তৃতীয় প্রহর হৈল গত।
শেষে দেবী হইলেন রন্ধনেতে রত॥
যথা কথঞ্চিত অন্ন সুপাক করিয়া।
মম অপেক্ষায় মাতা ছিলেন বসিয়া॥
কিন্তু পুন আগমন না করিনু আমি।
চিন্তিত দেখিয়া দেবী শুন ভবস্বামী॥
দিবা অবসান দেখি দেব দিবাকর।
আকর্ষিয়া গেলা রশ্মি অস্তাচলান্তর॥
বিরাজিল অস্তাচল ভানু-আগমনে।
ভালে ধরি স্থাণু যথা সুধানিধিধনে॥
কিম্বা প্রকাশিলে শশী যেমতি ব্রহ্মাণ্ড।
শোভিল অচল অতিসুন্দর প্রকাণ্ড॥
দেখিয়া গোধূলি যত কৃষক সকলে।
বিশ্রাম-আশয়ে এলো গৃহে কুতূহলে॥
গাভিবৃন্দ হাম্বারবে পালক-আবাসে।
ধাইল সহিত বৎস বিরামের আশে॥
নীড়ে আসি সুনাদিনী-বিহঙ্গিনী-দল।
আরম্ভিল চিত্তসুখে রব কল কল॥
কমলিনী স্বীয় নাথ রবি অদর্শনে।
ক্ষুব্ধা যথা কৃষ্ণ বিনা রাধা বৃন্দাবনে॥
মলিনা হইল ক্ষোভে পঙ্কজিনী সরে।
অভিমানে পতি প্রতি বামা যেন ঘরে॥
তাসহ তাপিল বনে খেদে সূর্য্যমুখী॥
প্রবাসে যুবতী পতি গেলে যথা দুখী॥

নিশা আসি অন্ধকারি জগত ব্যাপিল।
না দেখি আমায় মাতা কাতরা হইল॥
কাঁদিতে লাগিলা দেবী ঘোর শব্দে ঘরে।
গৃহদাহে যেমন দুখিনী উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিয়া রোদনধ্বনি পড়সী সকলে।
জিজ্ঞাসিল আসি তবে অনেক কৌশলে॥
কি হেতু রোদন কর কালিদাস-মাতা।
কি বিপদ্ তোমারে দিলেন কহ ধাতা॥
এত দেবি রোদনের কারণ কি তব।
দাঁড়াইল ইহা বলি নরনারী সব॥
কাঁদিয়া কহিলা মাতা কি কহিব আর।
কাষ্ঠ আহরণে কালি গিয়াছে আমার॥
সকালে গিয়াছে বাছা এবে এলো নাই।
কি জানি কি হলো তার ভেবে মরি তাই॥
বৃক্ষ হৈতে পড়ি কি হইল বাছা সারা।
না জানি ভুলায়ে নিল ছেলেধরা যারা॥
কিম্বা সে বিরাগী হয়ে কোন দেশে গেলা।
না, রহিল ভুলি মোরে পেয়ে কোথা খেলা॥
বিদরে হৃদয় মম কালির বিহনে।
কি করি পড়সি! কহ স্থির নহি মনে॥
সেবিবে আমারে বিজ্ঞ হয়ে কালিদাস।
চাতকিনী সম আমি করেছিনু আশ॥
দশমাস যতনেতে উদরেতে ধরি।
রাখিনু উরগ যেন শিরে মণিকরি॥

কিম্বা অন্ধজন নড়ি প্রতিম সুআশা।
সদাই পড়সি! হৃদে ছিল মোর খাসা॥
দুখিনী হইনু আমি হারায়ে সে আশা।
যথা বিহঙ্গিনী বৃক্ষে বৎসসহ বাসা॥
শোকসিন্ধু-মাঝে মম ডুবিল হৃদয়।
মৃণাল সুহ্রদে যথা নিলে কুবলয়॥
কাঁদিলা জননী দুখে কি কহিব কথা।
অজ্ঞাতে পাণ্ডব গেলে কুন্তিদেবী যথা॥
কিম্বা পিতৃসত্যে গেলে মহারণ্যে রাম।
যেরূপ কৌশল্যা দেবী বিধি যবে বাম॥
অবিরল জননীর চক্ষে বহে ধারা।
ধ্রুবের জননী যথা ধ্রুবে হয়ে হারা॥
কহিলা পড়সী যত কালির জননী।
উঠ, না কাঁদিও আর পড়িয়া ধরণী॥
তোমাদের অধ্যাপক গেছে রাজধানী।
কালিদাস গিয়াছেন তথা অনুমানি॥
নিরর্থক কেন দেবী করগো রোদন।
প্রভাত হইলে নিশি পাবে পুত্রধন॥
নানা মতে বুঝাইয়া প্রতিবেশবাসী।
গেলা সবে স্বীয় ঘরে মায়েরে আশ্বাসি॥
প্রভাত হইলে নিশি আমার জননী।
পিতার নিকটে দূত প্রেরিলা আপনি॥
রাজধানী মঙ্গলকোটেতে গিয়া দূত।
ত্রিদিবপ্রতিম পুরী দেখিল অদ্ভুত॥

মম অনুদ্দেশ শেষে পিতার নিকটে।
কহিলা সন্দেশবহ বার্ত্তা অকপটে॥
শুনিয়া জনক মম হলেন অস্থির।
বনে গেলে রাম যথা দশরথ ধীর॥
কিম্বা কংশযজ্ঞ হৈতে না ব্রলে মুরারি।
যেরূপ নন্দের প্রাণ সদাস্বস্থ ভারি॥
ভবদীয় পিতাকে কহিয়া আসি ঘরে।
জিজ্ঞাসিল আদ্যোপান্ত বিবরণ পরে॥
নিবেদিলা মাতা মম সমাচার যত।
শুনিয়া জনক শোকে বুদ্ধি হৈলা হত॥
হা পুত্র! বলিয়া পিতা ক্ষুব্ধ হৈলা মনে।
যেমতি হারালে রাজ্য ভাবে রাজাগণে॥
অন্বেষিলা পিতা মোরে শেষে অহর্নিশি।
ঋষ্যশৃঙ্গ হেতু যথা বিভাণ্ডক ঋষি॥
দেখিলেন ইতস্ততঃ অনেক যতনে।
যেরূপ রাঘব বনে বৈদেহী-রতনে॥
কোথাও নাপেয়ে শেষে আমার সন্ধান।
বিদ্ধ হৈল পিতৃ-হৃদে পুত্র-শোক-বাণ॥
ছায়াধর-বৃক্ষ-তলেবসি মন-দুখে।
বিলাপেন বহুবিধ অন্তর-অসুখে॥
যথা জলমগ্নে পোত পোতবাহী কাঁদে।
সেরূপ আমার শোকে পিতা নানা ছাঁদে॥
বাল্যাবধি বিদ্যা নাহি শিখ কালিদাস।
তথাচ আমার মনে ছিল বহু আশ॥

কিম্বা কোন কার্য্যে ব্রতী না হইলে কালি।
ভ্রমক্রমে তবু তোরে নাহি দিনু গালি॥
তবে কেন বৎস! মোরে কিবা দোষী করি।
পিতা মাতা ছেড়ে গেলি ওই দুঃখে মরি॥
দস্যুসম দৌরাত্ম্য করিলি বহুতর।
ত্রেতাযুগে দ্বিজসুত যথা রত্নাকর॥
সহিলাম পুত্রস্নেহে দৌরাত্ম্য তোমার।
শেষকালে বৎস কালি! কান্না হৈল সার॥
মধুজীবী মধুমক্ষী প্রতিম সঞ্চিয়া।
পালিলাম বৎস! তোরে সহ নিজহিয়া॥
পরিণামে আমারে পালিবি সুযতনে।
অহর্নিশি সে আশা বাড়িতেছিল মনে॥
কিম্বা অন্তিমেতে বৎস! ব্রহ্মের সুনাম।
শুনায়ে আমার কর্ণে পূরাইবি কাম॥
সে সমস্ত আশা মোর বৃথা হৈলএবে।
দুগ্ধাশে যেমন লোক বন্ধ্যা ধেনু সেবে॥
কাষ্ঠ আহরণ হেতু এসেছিলে বনে।
বৃক্ষ হৈতে পড়েছিলে বোধ হয় মনে॥
সুযোগ-প্রয়াসী ব্যাঘ্র সুযোগ পাইয়া।
আক্রমণি তোর দেহ খেয়েছে বসিয়া॥
হা পুত্র! হারায়ে আমি শোকে মরি তোরে।
যেমতি দরিদ্র-ধন নিলে দুষ্ট চোরে॥
হায় মরি কিবা দোষে রে দারুণ বিধি!
অন্তিম ভরসা মোর নিলে পুত্রনিধি॥

কি পাপে হারানু কালি! তোমা হেন ধন।
থাকিব কিরূপে গৃহে তিষ্ঠি স্থীয় মন॥
আক্ষেপিলা এই রূপে পিতা মন-দুখে।
রাম বিনা দশরথ যেমন অসুখে॥
কিম্বা শত পুত্র হত শুনি কুরুপতি।
যেরূপ কাঁদিলা শোকে হারাইয়া মতি॥
ক্ষণে উঠি ক্ষণে পড়ি কাঁদিলেন পিতা।
যেমন জনক ঋষি বনে গেলে সীতা॥
অনন্তর কৃষিবল কৃষাণ আসিয়া।
উপস্থিত সহসা হইল তথা গিয়া॥
তদবস্থা পিতার দেখিয়া চাষা-গণ।
জিজ্ঞাসিল কহ সূরি! কাঁদ কিকারণ॥
কি সন্তাপ হৃদয়ে হইল প্রভু! তব।
করি'ছ রোদন কেন করি ঘোর রব॥
কহিলেন ক্ষোভে পিতা বৎস রে কৃষাণ!
জান কোথা মম পুত্র করেছে প্রস্থান?
কহিলা কৃষাণ প্রভু! শুন বিবরণ।
গৌড়গ্রামদিগে গেছে তব পুত্রধন॥
অদ্য বুধ! দিন দুই মনে অনুমানি।
ব্রাহ্মণগণের সহ গে'ছে আমি জানি॥
জীবিত যে আছি আমি, জানি পিতা শেষে।
অগত্যা গৃহেতে গিয়া রহিলেন ক্লেশে॥
ইতি কালিদাসের বিদ্যালাভ কাব্যে দ্বিতীয় সর্গ॥

তৃতীয় সর্গ।



হায়! নৃপ অন্নদাতা জনক এ ভবে।
বর্ষি বারি শূন্য যথা শস্য দেয় সবে॥
কিম্বারুণ নীহারের সহ দিয়া তাপ।
বাড়ান যেরূপে শস্য সেইরূপ বাপ॥
পুত্র-প্রেম পিতৃ-হৃদে গুপ্ত অনুক্ষণ।
মুদিত কমলে যথা থাকে গন্ধধন॥
বিরহ হইলে স্নেহ প্রকাশিত হয়।
ফুটিলে সেরূপ পদ্ম সৌরভ নিশ্চয়॥
হেন পিতা সেবে যেবা রীতি অনুসারে।
তার যশঃ-স্তম্ভ কেহ উপাড়িতে নারে॥
ধন্য ভবে নরপতি! নর সেই জন।
যে হেতু যশস্বী বিশ্বে প্রভু রাম-ধন॥
অনন্তর গৌড়পুরে যোক্তা সহ আমি।
উপস্থিত হৈনু শেষে শুন ভবস্বামি!
গৌড়রাজ-রাজগৃহ অদূরে শোভিল।
দেখিয়া ধবলাকৃতি বিস্ময় জন্মিল॥
অদ্ভুত তুষার-স্তূপ বোধ হৈল মম।
কিম্বা যেন স্থায়ী আছে শ্বেতগিরি সম॥
জিজ্ঞাসিনু যোক্তা প্রতি কহ যোক্তৃবর!
কি শোভে সম্মুখে যেন শুভ্র নগেশ্বর॥

ধবল আকৃতি দেখি ভীত মমান্তর।
কহ আশু কিবা উহা শোভে ঘোরতর ॥
কহিলা প্রধান যোদ্ধা বৎস কালিদাস!
গৌড়েশ্বর-রাজগৃহ নাহি তব ত্রাস ॥
যে রাজ-জামাতা হতে চলিয়াছ এবে।
নিরখি প্রাসাদ তার ভীত কেন ভেবে ॥
চল বলি সঙ্গে করি লয়ে মোরে সবে।
নগরের প্রান্ত দিয়া চলিল নীরবে ॥
রাজপথ দিয়া তবে চলিনু সকলে।
দুইধারে সৌধাবলি দেখি কুতূহলে ॥
প্রধান-যোদ্ধাবাসে উত্তীর্ণ হইয়া।
রহিলাম নিশাকালে তথায় শুইয়া ॥
পর দিন যোদ্ধা তবে গিয়া রাজালয়।
কহিল এনেছি পাত্র নৃপ মহাশয়!
অদ্বিতীয় কবি তিনি বিজয়ী ভুবন।
করহ বিধান যাহা উচিত এখন ॥
তাঁহার প্রতিম বিজ্ঞ বিরল এভবে।
বহু দেশ ভ্রমি দেব! আনিয়াছি সবে ॥
প্রতিপন্ন ব্যাস-নিভ বেদেতে সে জন।
কিম্বা ছন্দকর্ত্তা যেন বাল্মীকি সুজন ॥
সংহিতায় যথা ছিলা মুনি পরাশর।
কৌতুকে নারদ সম শুন গৌড়েশ্বর ॥
বহুদর্শী হেন ভূপ! কি কহিব কথা।
বেদব্যাস-পুত্র ছিল শুকদেব যথা ॥

গদ্য ভাষা কহে সম বৈবস্বত মনু ।
বহু বিদ্যা আছে যথা রঙে ইন্দ্র-ধনু ॥
পৌরাণিক স্মার্ত্ত কিম্বা নৈয়ায়িক বটে ।
অদৃষ্ট নাহিক শাস্ত্র এপাত্র নিকটে ॥
কাশমীর মহারাষ্ট্র কিম্বা বারাণসী ।
তার বিদ্যালয়ে পড়ি পেলে জ্ঞান-শশী ॥
কাণ্যকুব্জ বিদ্যালয়ে পাঠ পড়ি শেষে ।
প্রতিষ্ঠা প্রকাশ তাঁর এবে দেশে দেশে ॥
ধরিয়া প্রতিষ্ঠা-সূত্র আনিয়াছি মোরা ।
সমাধা হইলে বাঁচি নৈলে মিছে ঘোরা ॥
শুনি গৌড়েশ্বর বড় সন্তুষ্ট হইল ।
সম্বোধি যোজকে শেষে কহিতে লাগিল ॥
ধন্য প্রভুভক্ত তুমি যোজক সুজন !
পাইয়াছ বহু কষ্ট দুহিতা কারণ ॥
আনিয়াছ বিজ্ঞতম পাত্র যদি এবে ।
দাস-দাসী দেহ লয়ে যেন তারে সেবে ॥
মনোহর সৌধে যোক্তা ! বাসা দেহ তার ।
ভক্ষ্যভোজ্য দেহ যাহা ভক্ষণের সার ॥
রত্নাবতী পুরী-প্রান্তে আছে সৌধোত্তম ।
তাহে বাসা দেহ তাহা বৈজয়ন্ত সম ॥
কোষাধ্যক্ষে ডাকি রাজা কহিলেন তারে ।
ধন দিও এ যোক্তার বাক্য-অনুসারে ॥
রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি যোক্তৃবর ।
আইলেন গৃহে ফিরি অতি শীঘ্রতর ॥

একত্র যোজক যত হয়ে সর্ব্বজন।
চলিল আনন্দে নৃপনির্দ্দিষ্ট ভবন॥
পরিগ্রহ করি স্থান মম সহ সবে।
কহিল প্রধান যোক্তা শেষে মোরে তবে॥
শুনহ বচন মম বৎস কালিদাস!
মুখস্থ শ্রুতির নাম করহ অভ্যাস॥
চতুর্দ্দশ শাস্ত্র আর পুরাণাদি যত।
শিখহ তাহার নাম অহিমন্ত্র মত॥
পাণিনীর দুইচারি পাত মুখে মুখে।
অমরকোষের সহ শিখ বসি সুখে॥
বাক্যের জড়তা যত দূরীভূত হবে।
বিবাহ হইলে দেশে তব যশ রবে॥
প্রথমে ভূমিকাহেতু রত্নাবতী ধনী।
আর্দ্রমন তার বৎস হবে গুণমণি!
সুতরাং বিদ্বান্ বলি করিবে বিশ্বাস।
তাহলে নিশ্চয় এবে পূর্ণ হবে আশ॥
বিশ্বাস সবার মূল জানিও এভবে।
বিশ্বাস হইলে প্রাণ দান করে সবে॥
ইহা বলি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল।
যেবা যত জানে মোরে সবে পড়া দিল॥
নীড়োদ্ভব কুঞ্জ-সখা শুক বিহঙ্গম।
শিখাতে লাগিল নৃপ! মোরে তার সম॥
শিখালে শাস্ত্রের নাম একে একে গণি।
সাবধানে হেম-মুদ্রা যথা গণে ধনী॥

পড়াতে লাগিলা মোরে দিতে জ্ঞান-শশী।
শিখিনু মুখস্থ যথা শুক দাঁড়ে বসি ॥
অনন্তর অবরোধে গিয়া রাজদূত।
কহিল এনেছে যোক্তা বিজ্ঞ রাজসুত ॥
প্রতিপন্ন সুধী তিনি জয়ী ত্রিভুবন।
কহিল রাজার কাছে যত যোক্তৃগণ ॥
এ সংবাদ দিতে মোরে পাঠালে রাজন।
করগো কুমারি! এবে যাহা লয় মন ॥
তব হেতু সতত চিন্তিত নৃপ সতি!
মৈথিলীর জন্য যথা মিথিলার পতি ॥
যেহেতু তোমার এবে ধনুর্ভঙ্গ পণ।
শমিত সমাধা বিনে নহিবে রাজন ॥
ইহা বলি চলিগেলা দূত রাজালয়।
প্রফুল্লিল মন-পদ্ম কুমারি-হৃদয় ॥
দেখিয়া আদিত্যে যথা জলে কমলিনী।
হাসিলা নৃপতিবালা হর্ষে সুভাষিণী ॥
কিম্বা সোমে দেখি রাত্রে যেন কৈরবিনী।
রত্নাবতী সেরূপ হইল আদরিণী ॥
ভাসিলা আনন্দনীরে বসি ধনী ঘরে।
আশুগ-হিল্লোলে যথা পঙ্করুহ সরে ॥
পতিলাভ-অনুধ্যানে হৈল ধনী সুখী।
প্রভাতে উদিলে সূর্য্য যেন সূর্য্যমুখী ॥
বাসন্তি-সুন্দরী নাম্নী প্রিয়সখী তার।
সম্বোধিয়া তারে কহে সুভাষা অপার ॥

অয়ি সখি এত দিনে বুঝি বিশ্বপতি।
অনুকূল হয়ে দিলা যোজকে সুমতি॥
তেঁই তারা হেন বুধ আনিল নগরে।
জিনিবে এসুধী মোরে বুঝিনু অন্তরে॥
তাহলে কৃতার্থ আমি হইব এভবে।
ধন্যবাদ দিবে মোরে নগরিক সবে॥
যেমন কঠিন পণ করে আমি সতি।
হারাইয়াছিনু শেষে ভেবে স্বীয় মতি॥
আমোদিনী হব এবে স্বামিপদ সেবি।
সেবিয়া বিষ্ণুর পদ যথা লক্ষ্মী দেবী॥
কিম্বা আমি হব ভবপ্রিয়ার প্রতিম।
অক্ষয় অচল প্রেম যাঁহার অসীম॥
নীরবিলা ইহা বলি রত্নাবতী সতী!
গাইয়া বসন্তে ক্ষণ কোকিলা যেমতি॥
নগরে হইল গোল সুধী আসিয়াছে।
হারিবে নৃপতিবালা এবুধের কাছে॥
শুনেছি চতুর-বিধ বিদ্যালয়ে পড়া।
কার সাধ্য তার সঙ্গে শাস্ত্র লয়ে নড়া॥
পরম বেদাঙ্গী ভবে এসুধী সুমতি।
হারিবে নিশ্চয় এবে রত্নাবতী সতী॥
তাহলে উৎসব হবে এ গৌড় নগরে
দেখিব দম্পতি মোরা সুখে বসি ঘরে॥
ঘাটে মাঠে রাজপথে কহে এই কথা।
ভাঙ্গিলে হরের ধনু মিথিলায় যথা॥

অনন্তর নৃপবালা দূত পাঠাইয়া।
যোক্তৃবরে কহিতে লাগিল লয়ে গিয়া॥
কিরূপ পণ্ডিত আনিয়াছ যোক্তৃবর!
কিবা জানে বিশ্বসারা বিদ্যা সেই বর॥
কোন্ বিদ্যালয়ে ছিল তাঁর বিদ্যা-শেখা
কেমন কবিত্বশক্তি কিরূপ বা লেখা॥
কি নাম ধরেন ধাম কহ কোন্ স্থানে।
স্বভাব কেমন তাঁর কি রূপ বা মানে॥
সুমূর্ত্তি কেমন তাঁর কহ যোক্তা শুনি।
সৌজন্যপ্রকাশে তিনি কেমন বা গুণী॥
বাদ্য-সারা বীণানিভ ধনী রত্নাবতী।
কহিলা সুস্বরে সুখে যোজকের প্রতি॥
যোক্তা কহে অবধান কর নৃপবালে!
শুনিবে কবিত্ব তাঁর বিচারের কালে॥
সুরগুরু বৃহস্পতি-প্রতিম বিদ্বান।
কেহ কভু বিচারেতে জয় নাহি পান॥
যথা যান জয়ী তথা এপাত্র গো সতি!
সর্ব্বত্র বিজয়ী যথা ব্যাস মহামতি॥
শ্যামবর্ণ বর্ণে তিনি মঞ্জুরূপধারী!
হেরিলে মোহিত তাঁরে আশু হয় নারী॥
গুণাকর রূপাধার এপাত্র কুমারি!
ভাগ্যগুণে পায় যেবা ধন্য সেই নারী॥
তাঁহার সদৃশ বিজ্ঞ বিরল এভবে।
বহুদেশ ভ্রমি দেবি! আনিয়াছি সবে॥

শুক্রনিভ প্রতিপন্ন অধুনা সেজন।
অদ্বিতীয় কবি ভদ্রে! বিজয়ী ভুবন॥
বহুজ্ঞ সুপ্রাজ্ঞ হেন কি কহিব কথা।
বেদব্যাস-পুত্র ছিল শুকদেব যথা॥
পৌরাণিক স্মার্ত্ত কিম্বা নৈয়ায়িক বটে।
অদৃষ্ট নাহিক শাস্ত্র এপাত্র নিকটে॥
মহারাষ্ট্র কাশমীর আর বারাণসী।
পাইয়াছে পড়ি তথা শুদ্ধ জ্ঞান-শশী॥
কান্যকুব্জ বিদ্যালয়ে পাঠ পড়ি শেষে।
প্রতিষ্ঠা প্রকাশ তাঁর এবে দেশে দেশে॥
কালিদাস কবিরত্ন নাম তাঁর সতি!
পরম বিদ্বান্ যথা দিবে বৃহস্পতি॥
তব পণ শুনি বুধ অনুগ্রহ করি।
এসেছেন গৌড়পুরে কহিনু সুন্দরি!
এসকল শুনি তবে দেবী রত্নাবতী।
কহিলেন অনুনয়ে যোজকের প্রতি॥
বিচারের দিনস্থির কর যোক্তৃবর!
যাহাতে বিবাহ এবে হয় আশুতর॥
যেই হেতু প্রতিবন্ধ শুভকর্ম্মে ঘটে।
রুক্মিণী-বিবাহে দেখ সে প্রমাণ বটে॥
যোজক কহিল দেবি! কহি শুন সার।
আগামী ফাল্গুন মাসে হইবে বিচার॥
ত্রয়োদশী দিনে দিন বিচারের সতি!
বলেছেন পাত্র এই নিশ্চয় ভারতি॥

ভাল বলি সায় রামা সে কথায় দিল।
ফিরিয়া প্রধান যোদ্ধা দলেতে আইল॥
অনন্তর সখী লয়ে দেবী রত্নাবতী।
কহিতে লাগিল সুখে মনের ভারতি॥
এত দিনে অয়ি সখি বাসন্তি-সুন্দরি!
দিবেন আমারে পতি বিধি কৃপা করি॥
যে হেতু এ পাত্র নাকি চারি বিদ্যালয়।
পড়িয়াছে কহিলেন যোদ্ধা মহাশয়॥
সুতরাং স্বামিত্ব তাঁর সর্ব্বশাস্ত্রে আছে।
অবশ্য হারিব আমি এ বুধের কাছে॥
পণ-অনুসারে পাত্র এবে দিলা বিধি।
চরিতার্থ হবে আত্মা পেয়ে স্বামি-নিধি॥
বিশেষ সুপ্রশ্ন আমি করিব এ বরে।
"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম" কহে পরস্পরে॥
মম হেতু মম পিতা চিন্তাযুক্ত-কায়।
জনক সীতার হেতু যথা মিথিলায়॥
জননী আমার ভেবে হয়েছেন দুখী।
বিবাহ না হলে কেহ না হইবে সুখী॥
বিশেষতঃ মনসিজ মোর মনে বসি।
দগ্ধিছে আমারে যথা বনে বহ্নি পশি॥
তার উপদ্রবে এবে পড়েছি বিপাকে।
নিশায় নিদ্রার তেজ সদা লঘু থাকে॥
আক্রময় তেজে মোর অসহায় পুরী।
উঠি বসি সদা সখি। শুদ্ধ ভ্রমে ঘুরি॥

মুহুর্ম্মুহুঃ অনন্যজ হানে পুষ্প-ইষু।
অনুক্ষণ ভাবি যথা অসহায় শিশু॥
জানিতাম নাহি সখি! এত দিন আমি।
এত তেজ কুসুমেষু ধরে বিনা স্বামী॥
এই হেতু কুল-মানে জলাঞ্জলি দিয়া।
বরারোহা নীচপ্রতি ভজে দুঃখে গিয়া॥
যামিনীর যে যাতনা কি কহিব কথা।
স্বাম্যাভাবে পিতৃগৃহে দময়ন্তী যথা॥
মদন-তাপিতা রামা এরূপ কথন।
কহিতে লাগিল সদা অসুখে রাজন!
সুতরাং সর্ব্বদা যেই স্মরে স্মর-লীলা।
ক্রমশঃ তাহার বিদ্যা হয়ে পড়ে ঢিলা॥
নিরূপিত দিন পরে দেখিয়া আগত।
কহিতে লাগিল যোক্তা মোরে বিধিমত॥
নির্ভয়ে থাকিবে সদা বৎস কালিদাস!
বিদ্যাহীন বলি কভু না করিও ত্রাস॥
ভরসা পুরুষপক্ষে পয় এই ভবে।
সাধিবে যাহারে সিদ্ধ অবশ্য তা হবে॥
সে প্রমাণ দেখ ধ্রুব ভ্রমি বনে বনে।
লভিল পরম-বস্তু রমাপতি-ধনে॥
দৃঢ়মনে চিন্ত এবে দেব লক্ষ্মীপতি।
নিশ্চয় পাইবে ওমি রত্নাবতী সতী॥
ইহা বলি লিখিত তুলত্ গ্রন্থ লয়ে।
বাঁধিল বিশদ বস্ত্রে সাবধান হয়ে॥

কুট্যঙ্গ পুরাণ বলি নাম তার দিয়া।
চলিল তাহার সহ আমারে লইয়া॥
সাবধান-হেতু মোরে কহিলেক সবে।
কদাচ রে বৎস! তুমি ভীরু নাহি হবে॥
যখন নৃপতিবালা কুপ্রশ্ন করিবে।
উপযুক্ত ভাব বুঝি প্রত্যুত্তর দিবে॥
যদি বলে কোন্ শাস্ত্র পড়া তব আছে।
কহিবে অদৃষ্ট নাহি শাস্ত্র মোর কাছে॥
সংহিতা পুরাণ যত সব আমি জানি।
হইলাম বহুদেশে পড়ি এবে জ্ঞানী॥
আজীবন নানা শাস্ত্র পড়িয়াছি ধনি!
কুট্যঙ্গ পুরাণ কিন্তু সর্ব্বোত্তম গণি॥
এরূপ ভূমিকা করি এ পুস্তক খানি।
সম্মুখে রাখিয়া ক'বে সুমধুর বাণী॥
কুঠার-আঘাতে কাষ্ঠ করিনু ছেদন।
কুট্যঙ্গ-পুরাণ নাম সে হেতু রাজন!
অনন্তর নিমন্ত্রিত রাজগণ যত।
এলো গৌড়নগরেতে ক্রমে শত শত॥
বাজি-রাজি দন্তী সহ এলো ঘোর দলে।
দময়ন্তী স্বয়ম্বরে যথা কুতূহলে॥
কিম্বা যথা দ্রৌপদীর লক্ষ-বেঁধাপণে।
আসিয়াছিলেন হর্ষে দিক্‌পাল-গণে॥
মহাকোলাহলে পূরি সে সুন্দরী পুরী।
আরম্ভিল অশ্বারোহী বেড়াইতে ঘুরি॥

ভারে ভারে দধি-দুগ্ধ লয়ে এলো ভারী।
পাণ্ডবের রাজশূয়ে যথা সারি সারি॥
রঞ্জিল বিপণি সবে নানাবিধ রাগে।
যথা পূর্ব্বে সগরের অশ্বমেধ-যাগে॥
চারিদিকে বাদ্যোদ্যমে নগরী পূরিল।
মহাকোলাহল পুরে আরম্ভ হইল॥
জনস্রোত রাজপথে বহিল কল্লোলে।
মহাবেগে বারি যথা পয়োধি-হিল্লোলে॥
আইল নৃপতিসুতা-দূতগণ যত।
ভয়ানকরূপী সহ যান শত শত॥
যোজকসমীপে আসি এই বার্ত্তা দিল।
পাত্র সহ চল যোক্তা কুমারী কহিল॥
যান সহ যানবাহী দ্বারে উপস্থিত।
আহোরণ কর সবে যার যে বিহিত॥
অপরাহ্ণ ক্রমে আসি উপস্থিত হ'ল।
বিচারের গৃহে যেতে সে হেতু কহিল॥
যোজক কহিল শুন রাজদূতগণ।
যানোপরি যেতে এবে নহে মম মন॥
দেখাইয়া কবিরত্নে গৌড়ের বিভব।
যথাকালে অবরোধে যাব মোরা সব॥
এরূপ প্রবোধ দিয়া যোক্তৃগণ তবে।
চলিল আমার সহ মহানন্দে সবে॥
অগ্রে অগ্রে ধ্বজধারী পিছে দূতগণ।
রাজব্যবহারে সবে করিনু গমন॥

দুইধারে শোভিল সুরম্য হর্ম্ম্য যত।
নানারূপ চিত্র তাহে নিবেদিব কত॥
বিস্মিত হইনু দেখি গৌড়ের বিভব।
দেখিলে ত্রিদিব নর যেইরূপ সব॥
দেখাতে বৈভ্রাজসম রাজ-উপবন।
চলিল আমারে লয়ে যত যোক্তৃগণ॥
দেখিনু প্রবেশি তাহে চমৎকার শোভা।
স্বর্গীয় উদ্যান যথা দেবমনোলোভা॥
মঞ্জুল কুসুম-দ্রুম সারি সারি রোপা।
নিম্নমুখ ঝোলে তাহে প্রসূনের থোপা॥
ফুটে আছে কৃষ্ণচূড়া চূড়ার আকার।
মুরারির মস্তকেতে শোভা ছিল যার॥
অশোক কিংশুক পুষ্প শোভিছে সুন্দর।
দূর হতে যার শোভা শোভে মনোহর॥
ফুটিতেছে শেফালিকা অতি মনোহরা।
মুক্তাসম পড়ি যাহা উজ্জ্বলয়ে ধরা॥
শোভিয়াছে স্থল-পদ্ম উত্তম বিশদ।
পুণ্ডরীক শোভা করে যেইরূপ হ্রদ॥
অধোমুখী সূর্য্যমুখী বিরহের ছলে।
যেই হেতু অংশুমালী যান অস্তাচলে॥
সরোবরে সরোরুহ কিম্বা কুমদিনী।
আধফোটা কেহ সুখী কেহ বা দুখিনী॥
ধারে ধারে কৃষ্ণকেলী ফুটি'ছে সুঠাম।
শ্রীকৃষ্ণ খেলিল বলি কৃষ্ণকেলী নাম॥

ভূরি ভূরি মঞ্জু পুষ্প শোভিছে ফুটিয়া।
মধুজীবী মত্ত অলি যার মধু পিয়া॥
গৌড়পুরে মনোরম সেই উপবন।
নন্দন-কানন যথা নন্দন রাজন্॥

ইতি কালিদাসের বিদ্যালাভ কাব্যে তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

অনন্তর সম্মুখে শোভিল দেবালয়।
রুদ্রাবাস-বারাণসী যথা শোভাময়॥
দেখিনু সুহেমচূড় মঠ সারি সারি।
ভয়ঙ্কর লিঙ্গ তাহে বসে শৃঙ্গধারী॥
ঢুলুঢুলু করে হর আয়ত লোচনে।
হলাহল পিয়ে যথা অম্বুধি-মথনে॥
ডমরু শৃঙ্গের শোভা শোভে দুই হাতে।
বিবরনিবাসী অহি গর্জ্জে যার ঘাতে॥
শোভিছে মস্তকে রম্য দীর্ঘ জটারাশি
ধরিবারে যাহা শিরে যোগী অভিলাষী॥
বিস্তারিয়া ফণী ফণা স্কন্ধদেশে খেলে।
ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবহেলে॥
ভস্মেতে ভস্মিত অঙ্গ লিঙ্গরূপী হর।
বসিয়া আছেন যেন শুভ্র মহীধর॥
কণকত্রিশূল-চূড় কালীর মন্দির।
তাহাতে রুদ্রাণি-সৃক্কে বহিছে রুধির॥
লোল জিহ্বা লুলি দেবী দাঁড়ায়ে কৌতুকে।
পূর্ব্বে যথা লুলি শূল হানে শম্ভু বুকে॥
নরকরকিঙ্কিণীতে শোভে কটিদেশ।
পলাইল রক্তবীজ দেখি যেই বেশ॥

উরসেতে নরমুণ্ড দুলিছে সঘনে।
হর্ষিতা ললনা যথা দোলায় নন্দনে॥
মেঘমালা সম পড়ি আছে মুক্তকেশ।
কণকনপূর পদে নাহি যার শেষ॥
বিশুদ্ধকাঞ্চন-কান্তি মঠ মনোহর।
গণেশ-জননী তাহে শোভিছে সুন্দর॥
করভ-গণেশ-শুণ্ড ধরি করি দয়া।
চুম্বি'ছেন মনোল্লাসে ঈশ্বরী অভয়া॥
প্রস্তরনির্ম্মিত মঠে শার্দ্দূল-বাহিনী।
পুরাণেতে বিশ্বধাত্রী শুনেছি কাহিনী॥
তাঁর ছটা ঝলঝলা অতি চমৎকারা।
ঘনোদ্ভব ক্ষণ প্রভা যথা মনোহরা॥
উষ্ণরশ্মি-প্রতিবিম্ব ফলিত মন্দিরে।
শুভ্রবর্ণা দেবী তাহে রত্ন-ছটা শিরে॥
বাণীরূপা হরিপ্রিয়া বিরাজেন দেবী।
কবি হৈল রত্নাকর যাঁর পদ সেবি॥
হীরচূড়াশির মঠে অন্নদা সুন্দরী।
মোহিনী মূরতি দেবী বসিয়াছে ধরি॥
শোভিছে কণক দর্ব্বী দক্ষিণসুকরে।
রুদ্রাবাসে তাঁর হস্তে যথা শোভা ধরে॥
নীলকান্তমণি-শির মঠ তুঙ্গতর।
রমা সহ নারায়ণ তাহে মনোহর॥
সুচারু-হাসিনী লক্ষ্মী বিম্বোষ্ঠ-ধারিণী।
মাধবের বামে যেন হাসি'ছে তারিণী॥

রত্নাকর-রত্নোত্তমা বিরাজেন দেবী।
ধনদ হইল ধনী যাঁর পদ সেবি ॥
নয়ন-রমণী রমা মোহি নারায়ণে।
বসেছেন হেন, যথা ব্রজকুঞ্জবনে ॥
দক্ষিণে মুরলী হাতে শোভিছে মুরারি।
যেরূপ হেরিয়া মোহে ব্রজকুল-নারী ॥
শিখিপুচ্ছ-চূড়া তাঁর শিরে সুশোভন।
উন্মত্ত হইলা যাহা হেরি গোপীগণ ॥
চন্দ্রক শোভিছে তাহে অতি মনোহর।
উজ্জ্বলিয়া গোলাকারে যথা সুধাকর ॥
ধন্য ভবে গৌড়পুর ধন্য গৌড়েশ্বর।
করেছে প্রতিষ্ঠা মঠ রম্য বহুতর ॥
শোভিছে তাহার চূড়া পরম সুন্দর।
যুবতিযৌবন যথা বিশ্বে মনোহর ॥
উজ্জ্বলিছে দেবালয় নানাবিধ সাজে।
করয়ে উজ্জ্বল যথা রুদ্রাবাসে রাজে ॥
সুরম্য হর্ম্ম্যেতে বিষ্ণু রামমূর্ত্তিধারী।
নীলগিরি সমরূপে বামে সীতা নারী ॥
বনবাস-অন্তে যথা বৈদেহীরঞ্জন।
হেন বেশে বসি অঙ্গে রাজ-আভরণ ॥
দক্ষিণে ঊর্ম্মিলানাথ ছত্র ধরি করে।
দাঁড়ায়ে সেখানে যথা অযোধ্যা নগরে ॥
নরসিংহরূপী শোভে বিগ্রহ ভীষণ।
ধরিলা যেরূপ শৌরি দৈত্যের কারণ ॥

হিরণ্যকশিপু আছে ঊর্দ্ধদেশে তাঁর।
নাশিয়া যাহারে প্রভু হরিলা ভূভার॥
নখকুলীশের ঘাতে উরস বিদারি।
পরেছেন গলে তার ধমনী মুরারি॥
সম্মুখে প্রহ্লাদ ভয়ে আছে যোড়হাতে।
দুঃখিত পিতার মৃত্যু দেখিয়া সাক্ষাতে॥
শিলাময়প্রতিমূর্ত্তিধারী মুনিগণ।
নিরাশ্রমে বসি যেন যোগে দিয়া মন॥
দীর্ঘজটা কবিগুরু বাল্মীকির শিরে।
বসিয়া আছেন যথা সরযূর তীরে॥
বেদখণ্ড করি যেন নাপূরিল আশ।
হেন ক্ষোভে উপবিষ্ট মুনি বেদব্যাস॥
অঙ্গুলি নাচায়ে বীণা নারদ বাজায়।
হেন বেশে বসি তথা ভস্মরাশি গায়॥
রক্তবর্ণ ত্রিপুণ্ড্রক রঞ্জিত ললাটে।
রঞ্জিলা প্রয়াগে যথা জাহ্নবীর ঘাটে॥
কতশত মুনিমূর্ত্তি সারি সারি ছবি।
উদিলে তাহাতে শোভে প্রতিফলি রবি॥
দেখি দেবালয় সবে সুন্দর গঠন।
বহির্দ্বারে ক্রমে শেষে করিনু গমন॥
দেখিলাম তোরণের শোভা মনোহর।
ত্রেতাযুগে লঙ্কাধামে যেরূপ সুন্দর॥
কিম্বা হস্তিনায় যথা পাণ্ডব-তোরণ।
গঠিল দানব যাহা করিয়া যতন॥

তদুপরি তোলা আছে ধ্বজা ভয়ঙ্কর।
উচ্চতর-চূড়া যেন কৈলাসশিখর ॥
তার শিরে লম্বমান পীত বস্ত্রসাজ।
উড়িতেছে সমীরণে যেন পক্ষিরাজ ॥
তুঙ্গতর নৌবত স্থাপন দুই পাশে।
বাজি'ছে বাদিত্র মিষ্ট যথা সুরবাসে ॥
ভয়ঙ্কর দুই ধারে দুই সিংহ-ছবি।
বক্রভাবে আছে যেন ধরিবারে রবি ॥
তারাকার চক্ষু তার অগ্নিসম জ্বলে।
বনান্তরে যায় দন্তী যার তেজ-বলে ॥
গজবন্ধনীতে বহু দন্তী সারি সারি।
মেঘাকৃতি গিরি সম আছে শুণ্ডধারী ॥
শুভ্রবর্ণ দীর্ঘ রদ তার দুই পাশে।
বৃংহিত শুনিয়া লোক সদা ভীরু ত্রাসে ॥
দণ্ডহস্ত নিশাদিরা করি'ছে শাসন।
নগরপালের হাতে তস্কর যেমন ॥
বাজিরাজি বক্রগ্রীব মন্দুরায় আছে।
হ্রেষারব শুনে ভয়ে নাহি গেনু কাছে ॥
লোহিতবরণ, শ্বেত, কৃষ্ণ, যত বাজী।
সারি সারি বন্ধনেতে সহ তাজি-রাজি ॥
প্রথরব কিম্বা হ্রেষা ঘন ঘন করে।
ভীত হয়ে লোক সব দূরে যায় ডরে ॥
চিবাইছে মুখস ভূমিতে পদ ঝাড়ি।
দেখিয়া অগণ্য বাজি বসে গেলা নাড়ি ॥

অস্ত্রপাণি শত শত খাড়া দ্বারবান।
নারায়ণী সেনা যেন তথা বর্ত্তমান॥
দীর্ঘকায় রাজপূত বন্দুক লইয়া।
দণ্ডধারী দূতসম আছে দাঁড়াইয়া॥
কৌরবপ্রতিম সেনা দম্ভে ফিরে দ্বারে।
কুরুক্ষেত্রে ফিরে যথা কুরু রক্ষিবারে॥
শিরস্ত্রাণ বাঁধা শিরে শিখা সহ কসা।
ঝল ঝল করিতেছে হেমরসে রসা॥
ঊর্দ্ধগামী তার শিখা শোভিছে সুন্দর।
ভুজঙ্গ-ভুকের শিরে যথা মনোহর॥
অঙ্গে বর্ম্ম চমৎকার কাঞ্চন আকার।
অংশুমালিকরে তাহা শোভে চমৎকার॥
হেমবর্ম্মে অংশুরাশি খেলিছে সুন্দর।
ধকধকি সুমেরুতে যথা মনোহর॥
ঝুলিছে বর্ত্তুলাকার চর্ম্ম পৃষ্ঠোপরি।
শোভিছে রতন চক্র তাহে মন হরি॥
দিনকরকর চক্রে প্রতিবিম্ব ফলি।
ভবতলে রবি যেন খেলিছে বিজলি॥
অসিকোষ সহ অসি ঝুলে লম্বমান।
ধুমপুঞ্জমধ্যে যেন বহ্নি তেজবান॥
শূল হাতে শ্রেণিবদ্ধে খাড়া সর্ব্বজন।
ঘরবোলা আমি, দেখি ডরাইল মন॥
ভয়েতে টলিয়া শেষে পড়িলাম ভূমে।
আঁখি না মেলিতে পারি যথা পড়ি ধূমে॥

মতিশূন্য হয়ে ভাবি হৈনু অচেতন।
উত্তরগোগৃহে যথা বিরাটনন্দন॥
বৃহণ্নলা সম যোদ্ধা সান্ত্বিয়া আমারে।
উপস্থিত হৈল মোরে লয়ে বহির্দ্বারে॥
তোরণ হইয়া পার প্রথম মহলে।
চলিলাম সবে শেষে মহা কুতূহলে॥
দেখিলাম রমণীয় প্রাসাদের শোভা।
অযোধ্যা নগরে ছিল যথা আঁখিলোভা॥
পরে পশুপক্ষ্যালয়ে করিয়া গমন।
দেখিনু খেলিছে তাহে নানা জন্তুগণ॥
পিঞ্জরতে বদ্ধ যত কেশরীর দল।
ভীমাকৃতি জটাধারী ঘুরিছে প্রবল॥
সৌর-অংশু-তেজ-সম দুই চক্ষু জ্বলে।
কিম্বা তারা জ্বলে যথা আকাশমণ্ডলে॥
হীরাগ্রপ্রতিম তার নখ পদতলে।
ছিন্ন করে দন্তিমুণ্ড যার তেজ-বলে॥
সূক্ষ্মতম কটিদেশ সুঠাম সুন্দর।
যুবতী ভীমার যথা শোভে মনোহর॥
ভয়ানক হিংসাশীল দেখিনু শার্দ্দূল।
যারে নিরখিলে হয় নরবুদ্ধি ভুল॥
সুনয়নাকুরঙ্গিনীযূথ মন-সুখে।
খেলিছে চিবাই তৃণ স্বীয় স্বীয় মুখে॥
বাক্যাতীত জন্তুবৃন্দ চারি দিগে আছে।
ঘুরে ঘুরে দেখিলাম সকলের কাছে॥

বহুবিধ বিহঙ্গম দেখিনু সুন্দর।
খেলিতেছে মনানন্দে পিঞ্জর-ভিতর॥
নাচিতেছে সুখিনী শিখিনী শিখিসঙ্গে।
ধূমযোনি হেরি যথা মহীধরে রঙ্গে॥
বিস্তারিয়া পুচ্ছপুঞ্জ খেলে কুতূহলে।
নর্ত্তকী নাহিক যার সম ভবতলে॥
চন্দ্রক শোভিছে তাহে বর্ণাতীত রাগে।
ইন্দ্রধনু যথা কাদম্বিনী-শিরোভাগে॥
বহুরূপী পক্ষিগণ দেখি অবশেষে।
চলিলাম গৌড়পতিসভার উদ্দেশে॥
অচিরায় পঁহুছিনু সভামাঝে গিয়া।
কিন্তু তার জাঁক দেখি কেঁপে গেল হিয়া॥
দাসদাসী উপস্থিত নৃপতি সহিত।
আছয়ে সভায় সবে যেরূপ বিহিত॥
নিমন্ত্রিত রাজগণ চারিপাশে আছে।
পাত্রমিত্র লয়ে সবে স্বীয় স্বীয় কাছে॥
আহ্বানিল মোরে স্বয়ং গৌড়-নরবর।
সমুচিত অনুরাগে উঠিয়া সত্বর॥
যোজক সহিত আমি সভায় উঠিয়া।
বসিলাম নতভাবে ভয়ে ভয়ে গিয়া॥
দেখি সভা সাজায়েছে অনেক কৌশলে।
মনোহর তার শোভা অতুল ভূতলে॥
শোভিছে রতনাবলি কি কহিব কথা।
ফুটিলে মানসসরে সরোরুহ যথা॥

নীল, পীত, শ্বেত, রক্ত, স্তম্ভ সারি সারি।
উজ্জ্বলিছে রাজসভা বর্ণিতে না পারি॥
তার শিরে শোভিতেছে ছাদ মন হরি।
অহীশ্বরশিরে যেন অবনী সুন্দরী॥
ঝুলিছে ঝালরে কত রতনের ঝলি।
ঝুলাইল চন্দ্রাতপে যজ্ঞে যথা বলি॥
কিম্বা রাজা হবে বলি বৈদেহী-রঞ্জন।
ঝুলাইল সভামাঝে তাঁর পাত্রগণ॥
ছত্র ধরি চারিপাশে ছত্রধারিগণ।
দাঁড়াইয়া আছে যেন শতাংশে মদন॥
অনন্তর জিজ্ঞাসিল মোরে গৌড়েশ্বর।
কিনাম কহগো বাপ। তব সুরিবর!
বসতি কোথায় এবে কোন! গোত্র ধর।
অধিকারী তব রাজ্যে কোন্ নৃপবর॥
কহিনু শাণ্ডিল্য গোত্র নাম কালিদাস।
রাজেন্দ্র-বিক্রমাদিত্য-অধিকারে বাস॥
উজ্জয়িনী নামে পুরী বিশ্বে মনোহর।
বসতি তথায় মম শুন গৌড়েশ্বর!
ভবদীয় কন্যা নাকি বড় বিদ্যাবতী।
লইবে পরীক্ষা করি স্বীয় যোগ্যপতি॥
যোক্তাপ্রমুখতে শুনি এসব ভারতি।
আইলাম তব দেশে তেঁই গৌড়পতি॥
নিরখিলা পরিচয় শুনি গৌড়েশ্বর।
কিন্তু পুলকিত হৈল শরীরে বিস্তর॥

আদর করিল মোরে সুমধুর স্বরে।
যেমতি জনক ঋষি ধীর রঘুবরে॥
পরে তম সহ তমি আসি আবরিল।
দেখি রাজভৃত্যগণ দীপ জ্বালাইল॥
করিল আলোকময় ভূপের সমাজ।
সম্মনায় স্বয়ম্বরে যথা কুরুরাজ॥
কিম্বা অশ্বমেধকালে সগর রাজন।
করিল উজ্জ্বল যথা স্বকীয় ভবন॥
অনন্তর রত্নাবতী দূতগণ আসি।
নিবেদিল রাজপদে মধুস্বরে ভাষি॥
চারু সুসজ্জিত এবে বিচার-আলয়।
প্রের ত্বরা বরপাত্র নৃপমহাশয়!
শুনি গৌড়েশ্বর তবে কহে যোক্তৃবরে।
বিচার-আলয়ে যাহ সহ সূরীশ্বরে॥
চলিলাম নৃপাদেশে যোজকের সঙ্গে।
চারিদিকে দীপাবলি দেখি মহারঙ্গে॥
জ্বলিছে সুন্দর দীপ, বাতায়নে বাতি।
তমিস্র তমিতে ভূরি উজ্জ্বলিয়া ভাতি॥
দুইধারে অট্টালিকা দেখিয়া ভূপতি।
চলিনু বিচারালয়ে যথা রত্নাবতী॥
ক্রমশঃ উত্তীর্ণ শেষে বিচার-আলয়।
হইয়া হইল মোর মনে বড় ভয়॥
দেখিনু ঝুলিছে তাহে পল্লবের দাম।
ঝুলাইল রাসে যথা ব্রজকুঞ্জে শ্যাম॥

খচিত মকুলে-ফুলে শোভিছে সুন্দর।
ধনেশ-আলয়ে যথা রত্ন মনোহর॥
উজ্বলিছে চারিদিগে দীপাবলি যত।
দময়ন্তি-সয়ম্বরে যথা শত শত॥
অনন্তর আসি যত নৃপবালাদাসি।
কহিতে লাগিল মোরে সবে হাসি হাসি॥
কত আসে কত যায় এবে নাহি চিনি।
নাহি জানি কেবা লবে রত্নাবতী জিনি॥
ইহা বলি হাস্যমুখে সুখে মোরে লয়ে।
ভিতরে চলিল সবে আনন্দিত হয়ে॥
দেখিনু তাহার সজ্জা মঞ্জু অতিশয়।
বৈজয়ন্ত ধাম যেন চিরসজ্জাময়॥
কমনীয় সিংহাসন ভূষিত রতনে।
রাখিয়াছে চারিদিকে পরম যতনে॥
বসিতে তাহাতে মোরে কহিল কিঙ্করি।
বসিলে চরণে দিল পাদ্য অর্ঘ্যধরি॥
জ্বলিছে সুদীপাবলি উজ্বলিয়া ঘর।
দেখিয়া সে গৃহশোভা হৃদে হৈল ডর॥
কাঁপিলাম থরথরি গিয়া সেই ঘরে।
দেখিয়া মদন যথা ধ্বংসপতি হরে॥
কিম্বা মেঘনাদে দেখি যথা আখণ্ডল।
কাঁপিলাম হেনরূপে হইয়া বিকল॥
স্থানে স্থানে রত্নরাজি উজ্বলিছে ঘর।
ধনদের হৈম গৃহ যথা মনোহর॥

দেখি গৃহ সজ্জা ভয়ে ভুল হৈলমতি।
উত্তর গোগৃহে যথা উত্তর ভূপতি॥
বসিলেক চারিদিগে যোজকনিকর।
বরযাত্র আসি যথা ঘিরে বসে বর॥
রতনখচিতোত্তম চামর কিঙ্করী।
ঢুলাইল মমোপরি সম বিদ্যুৎ
কেহ গিয়া অবরোধে দিল সমাচার।
শুনি তুষ্ট রত্নাবতী পর নারিযার॥
যথোচিত আভরণ পরিয়া সুন্দরী।
আইল বিচারালয়ে সঙ্গে সহচরী॥
রঙ্গিণী সঙ্গিনী সহ আসি উত্তরিল।
যেন হরিপ্রিয়া দেবী বাণী দেখা দিল॥
নানাবেশ ধারিণী সঙ্গেতে সখীগণ।
ঘিরিয়া আইল সবে প্রমোদিতমন॥
চারিদিগে সখীবৃন্দ মধ্যে রত্নাবতী
শোভিল তারকামাঝে যথা নিশাপতি॥
হেরিয়া তাহার অঙ্গে বিবিধ ভূষণ।
ভয়েতে হইল মম বিচলিত মন॥
রুণ্ রুণ্ মধুবোলে বাজিল কিঙ্কিণী।
গজপতি সম গতি এলো বিনোদিনি॥
সুবর্ণ কঙ্কন করে চরণে নপুর।
শিঞ্জিতে লাগিল তাহা শ্রবণে মধুর॥
শোভিল কাঞ্চনকাঞ্চি কাঞ্চিপদোপরি।
হিমাংশু মণ্ডল যথা এজগত ভরি॥

উরসে হীরার হার তরল সহিত।
মাতুলুঙ্গকুচোপরি শোভিছে বিহিত॥
দুলিছে কুণ্ডল কর্ণে সিঁথি মধ্যে মণি।
ভাতিছে মস্তক যেন মণিময়ফণী॥
মহিষিমুকুট শিরে শোভিছে সুন্দর।
অম্বিকা প্রতিমা শিরে যথা মনোহর॥
তাহার মাঝারে মণি কি বর্ণিব ভুপ!
প্রভাতীয় প্রভাময়ী তারকা যেরূপ॥
রত্নময় সিংহাসনে বসিল সুন্দরী।
বসিল ঘিরিয়া পাশে যত সহচরী॥
কেহবা যুবতী নব্য কেহ পীনস্থনী।
তিলোত্তমা সম রূপে এক এক ধনী॥
মনোহরা বেণী কার শোভিছে বিশেষে।
নয়নরঞ্জন কাঞ্চি কার কটিদেশে॥
বামাদলনিতম্ববিম্বের শোভা যত।
হেরিয়া সহসা মোর জ্ঞান হৈল হত॥
কাঁপিলাম ভয়ে রাজা কি শুনিবে তুমি।
থর থর ভূমিকম্পে যথা কাঁপে ভূমি॥
রতনখচিতোত্তম চামর কিঙ্করী।
আরম্ভিল ঢুলাইতে রত্নাবতূ্যপরি॥
ভারতি সম্মুখে যথা বঙ্গবাসিগণে।
ঢুলায় চামর ধরি প্রফুল্লিত মনে॥
গন্ধদ্রব্য পরিমল মন্দ সমীরণে।
আমোদিল ঘর যথা নন্দন কাননে॥

রত্নাবতিগতি দেখি যোজকনিকর।
বাহির মহলে গেলা পরিহরি ঘর॥
আপাদমস্তক মোর দেখি রত্নাবতী।
জিজ্ঞাসিল কহ বুধ! কোথায় বসতি॥
কিবা নাম আপনার রাজ্যেশ্বর কেবা।
কোন্ দেশে করিয়াছ কোন্ বিদ্যা সেবা॥
বৈয়াকরণিক কিম্বা নৈয়ায়িক হবে।
পৌরাণিক কিম্বা স্মার্ত্ত অকপটে কবে॥
কি শাস্ত্রে নৈপুণ্য তব নাম কর তার।
জানিলে উল্লেখ করি করিব বিচার॥
কহ হে মনস্বি সুধি! করিয়া সত্বর।
উপস্থিত প্রশ্ন মম আছয়ে বিস্তর॥
কহিলাম শুন এবে কহি নৃপবালে!
বহু শাস্ত্র অভ্যাস করেছি বাল্যকালে॥
উজ্জয়িনী নামে পুরী ভারতে সুন্দর।
ইন্দ্রালয় সুরপুর যথা মনোহর॥
বিক্রমকেশরী এবে অধিপতি তার।
রাজত্বসম্ভূত কীর্ত্তি ভবে ঘোষে যার॥
বসতি তথার মম নাম কালিদাস।
নানা শাস্ত্র পড়িয়াছি কীর্ত্তি করি আশ॥
চতুর্দ্দশ শাস্ত্র কিম্বা পুরাণাদি যত।
কণ্ঠস্থ আমার ধনী! অহি মন্ত্র মত॥
অলৌকিক বেদে মম নৈপুণ্য অপার।
শ্যাম যজু ঋকথর্ব্ব যাহা শাস্ত্র সার॥

ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা দর্শন।
বৈশেষিক সহ ধনি! এ ষড়দর্শন॥
সকলি দখল মম আছে মনস্বিনী!
বিজয়ী বিশ্বেতে আমি সর্ব্ববুধে জিনি॥
ধন্য নারী সার রামা ধন্য বুদ্ধি তব।
অলঙ্কৃত করিয়াছ জন্মি এই ভব॥
নারী হয়ে এত শাস্ত্র কেবা পড়ে কবে।
আমার নয়নে হেরি বিরল এভবে॥
ধন্য তব মাতা বিশ্বে ধন্য তব পিতা।
ধন্য বরারোহা তুমি যথা ভৌমী সীতা॥
কিন্তু কিছু কহি রামা শাস্ত্রকথা আর।
কুট্যঙ্গপুরাণ নামে শাস্ত্র মূলাধার॥
পুরাণেতে হেন গ্রন্থ নাহিক উত্তম।
শ্রুত বলি গণ্য বটে কিন্তু শ্রুতিসম॥
কহিলা নৃপতি বালা কহ হে সুধির।
কোন শাস্ত্র হতে তাহা হয়েছে বাহির॥
বেদাঙ্গ দর্শন কিম্বা পুরাণাদি যত।
সকলি পড়িয়া এবে শাস্ত্রে আমি রত॥
বল দেখি কবি বুধ! তার কোন মূনি।
বিস্ময় হইনু এবে তব বাক্য শুনি॥
সকলি পড়ালে মোরে শিক্ষক আমার।
নাপড়ালে কুট্যঙ্গ পরাণ যাহা সার॥
কহিনু দুরূহ শাস্ত্র নারী যোগ্য নয়।
এই হেতু নাপড়ালে মনে হেন লয়॥

কুট্যঙ্গ পুরান হতে আঠার পুরাণ।
বিষ্ণুপাদ হতে যথা গঙ্গার পয়াণ॥
যোজকের যথোচিত বাক্য মনে করি।
কহিলাম অবিকল ভয় পরিহরি॥
ক্ষণ স্তব্ধ থাকি শেষে দেবী রত্নাবতী।
পরাভূত মম কাছে মাগিল যুবতি॥
বাজাইল কম্বুরাশি সহচরী যত।
পূজিতে অম্বিকা বঙ্গে বাজায় যেমত॥
হুলহুলী রামাগণ আনন্দেতে দিল।
কল কল শব্দে পুরী পুরীয়া উঠিল॥
শুনিয়া মহিষী তবে সহপুর বাসি।
ডুবিল আমন্দ নীরে কল কলে হাসি॥
আইলা নৃপতি সহ কুল পুরোহিত।
দিল বিয়া মন্ত্র পড়ি যেমত বিহিত॥
চলিলা দম্পতি লয়ে যত সহচরী।
চলিলাম রত্নাবতী সহ হস্ত ধরি॥
আগে আগে শঙ্খ ধ্বনি করি চলে সবে।
যেইরূপে ভাগীরথ গঙ্গা আনে ভবে॥
কিম্বা ধনঞ্জয় বিয়া সুভদ্রা সহিত।
দিয়া বাজাইল কম্বু যেমত বিহিত॥
অবরোধে পঞ্চগ্রাস অন্ন লয়ে ঘ্রাণ।
হইলাম স্তম্ভ সম স্থির নহে প্রাণ॥
দুগ্ধ সার কিম্বা দধি সার ক্ষীর ননী।
খাইলাম শেষে ব্রজে যেরূপ নীল মণি॥

আহুত ভূপাল সহ পুরবাসি যত।
আনন্দে হইল সবে ভোজনেতে রত॥
ভোজনান্তে যার যেই স্থানে সবে গিয়া।
শয়ন করিল সুখে স্থির করি হিয়া॥
রত্নময় পালঙ্গেতে বাসর মহলে।
রহিনু শয়নে শেষে মহা কুতুহলে॥

ইতি কালিদাসের বিদ্যালাভ কাব্যে চতুর্থ স্বর্গ

পঞ্চম সর্গ।

প্রভাত হইল সুখে দেবী বিভাবরী।
জাগিল বিহঙ্গকুল নিদ্রা পরিহরি॥
মধুস্বরে মধুসখা গায় পিকবর।
শারদ-পার্ব্বণে যথা বঙ্গবাসী নর॥
কিম্বা মহোৎসবে স্বর্গে যথা সুরবাসী।
গাইল কোকিল হেন সুমধুরভাষী॥
বনচর সুনাদক বিহঙ্গম যত।
গাইতে লাগিল সুখে তারা শত শত॥
কলকল কলরব কলহংসগণ।
আরম্ভিল চিত্তসুখে তৃপ্ত করি মন॥
হেমকান্তি-ধারিণী উদিল দেবী উষা।
শোভিল জগতভালে যথা ফণীভূষা॥
বাজিল নৌবতে রাজা সানিকা সুন্দরী।
ব্রজে যথা বৈণবিক মাধববাঁশরী॥
ঘোর রবে চারিদিকে বাদিত্র বাজিল।
টল টলে গৌড় যেন কাঁপিয়া উঠিল॥
দেবালয়ে বাজিল মঙ্গলারতি যত।
নানা তীর্থে মনোহর যথা শত শত॥
মহাকোলাহল পুরে আরম্ভ হইল।
দ্বন্দ্বিবায়ু সহ যেন সিন্ধু উথলিল॥
শয্যা ত্যজি পুরবাসী উঠিল সকলে।
উঠিল মাণিকেশ্বর চিত্তকুতূহলে॥

দেবাঙ্গিনী শ্বশ্রু মম সহ পুরবাসী।
করিলেন কুশণ্ডিকা সজ্জা হাসি হাসি॥
হিতকারী পুরোহিত অবরোধে আসি।
পড়াইল মন্ত্র যত বিধিমত শাসি॥
শুচিরূপে আমি মন্ত্র কহিতে নাপারি।
অধরোষ্ঠ নেড়ে শেষে বহু দিনু সারি॥
দম্পতি বেড়িয়া হর্ষে যত সহচরী।
দাঁড়াইল বরণীয় দ্রব্য হাতে করি॥
সে রুচির রুচি নৃপ! কি কহিব কথা।
বেড়িলে অপ্সরা স্বর্গে আখণ্ডলে যথা॥
দাঁড়াইল নৃপবালা মম বাম পাশে।
আহ্লাদিনী হয়ে ধনী মনের উল্লাসে॥
যথাবিধি বরণ করিলে রামাগণ॥
নানাবেশে বাসরেতে করিনু গমন॥
ভোজনান্তে সখিমধ্যে রহিলাম বসি।
রাসলীলাকালে যথা শ্যাম কালশশী॥
আহুত ভূপতি আর দীন-দুঃখী যত।
আহার করিল তারা নিজ বাঞ্ছামত॥
(কহিলেন ভবপতি বিক্রম রাজন্।
কহ জিজ্ঞাসিব কবি! কিছু বিবরণ॥
কোন প্রশ্ন না করিয়া রত্নাবতী ধনী।
বরিল স্বামিত্বপদে স্মরি তোমা গণি॥
বিস্মিত হইনু আমি শুনি তব কথা।
কৈকেয়ীর বরেচ্ছায় দশরথ যথা॥

দেশ-বিজয়িনী রামা একি অসম্ভব।
কি ভ্রমে ভুলিল কহ আদ্যোপান্ত সব॥
কবি কন আদ্যোপান্ত শুন কহি তবে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘে কার সাধ্য ভবে॥
কুট্যঙ্গ পুরাণ নাম শুনি রত্নাবতী।
বুঝিতে না পারি তার ভ্রান্ত হইল মতি॥
উদার স্বভাব ভবে যত নারীকুল।
বাড়ালে পড়য়ে শেষে বুদ্ধি হয়ে ভুল॥
বিশেষ বিধির বিধি লঙ্ঘে সাধ্য কার।
বাড়াবাড়ি করে যেবা সর্ব্ব মিথ্যা তার॥
যেমন বর্ষার বারি পূরি দেশে দেশে।
অচিরায় গতি তার রত্নাকরে শেষে॥
মানব কি দেব চির শুন হে ভূপতি!
কার হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি॥
ধর্ম্মমায়া সরসীতে পাণ্ডুর নন্দন।
ত্রিকালজ্ঞ সহদেব হইল পতন॥
কিম্বা পুত্র সহ রাম জানকিরঞ্জন।
ঘোর যুদ্ধে তপোবনে ত্যজিল জীবন॥
বভ্রুবাহনের পিতা ধনঞ্জয় বীর।
পুত্রবাণে দৈববশে ত্যজিল শরীর॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব জিনিয়া রক্ষোগণ।
ভক্ষণীয়নরবাণে সবংশে নিধন॥
বিধির বিধির তেজ সর্ব্বাগ্রেতে গতি।
রোধে তারে হেন জন বিরল ভূপতি!

ব্রহ্মের নিয়মে বাঁধা সর্ব্বজীব ভবে।
ভাগ্য অতিক্রমে হেন সাধ্য কার কবে॥
অদৃষ্টবশতঃ শেষে রত্নাবতী সতী।
হইল অজ্ঞানভার্য্যা হারাইয়া মতি॥
শুভাশুভ-ভাগ্যাদেশে চলে যত নর।
নিষাদী-আদেশে যথা মত্ত করিবর॥
কিম্বা পোত চলে জলে মাঝির কৌশলে।
সেরূপ সকল জীব নিজভাগ্যবলে॥)
ভোজনান্তে গৌড়পতি বিশ্রাম করিয়া।
পাত্রমিত্রগণে হর্ষে কহিলা ডাকিয়া॥
প্রদক্ষিণ কর পুরী সহিত দম্পতি।
রাজব্যবহারে যাহ যেরূপ পদ্ধতি॥
ঘরে ঘরে নগরের করহ ঘোষণা।
নিশাকালে দীপাবলি দিবে সর্ব্বজনা॥
রম্ভাতরু পূর্ণকুম্ভ দ্বারে দ্বারে দিবে।
মঙ্গলের আচরণ সকলে করিবে॥
নানা বাদ্যোদ্যম যত নাগরিকগণ।
করিবে স্বকীয় দ্বারে হয়ে হৃষ্টমন॥
মহাসমারোহে সবে করহ গমন।
যাহাতে সন্তুষ্ট হয় জামাতার মন॥
শুনিয়া সচিবশ্রেষ্ঠ নরপত্যাদেশ।
ডিণ্ডিমঘোষণা পুরে করিল অশেষ॥
সচিবের প্রচারিত বাক্য-অনুসারে।
রাখিল নগরবাসী স্বীয় স্বীয় দ্বারে॥

নৃপাদেশে দীপাবলি শ্রেণিবন্ধে শেষে।
সাজাইল রাজপথে অশেষ বিশেষে॥
স্থাপিল পতাকাবলি বহু দুইধারে।
নানাবিধ চিত্র তাহে কে গণিতেপারে॥
ফর ফরি উড়িতে লাগিল বায়ুভরে।
ঝাঁকে ঝাঁকে বিহঙ্গম যথা শূন্যোপরে॥
করিয়া অশেষ সজ্জা পাত্রবর শেষে।
প্রস্তুত হইল সবে নানাবিধ বেশে॥
রত্নাবতী সহ মোরে লয়ে চতুর্দ্দোলে।
বাহিরিল পাত্রমিত্র গৌড়পতি-বোলে॥
সন্ধ্যার প্রাক্কালে সবে হৈল বহির্গত।
চলিল মাতঙ্গযূথ অগ্রে শত শত॥
শত শত অশ্বারোহী দেখিতে অদ্ভুত।
চলিল আনন্দে যত সম যমদূত॥
লম্বিত করাল অসি স্কন্ধদেশে দোলে।
গমনে যাহার ধ্বনি ঝণ ঝণি বোলে॥
বদ্ধপরিকর সৈন্য চলিল বিস্তর।
দেখিয়া কাঁপিল মম চিত্ত থরথর॥
অসিকোষ সহ অসি ধরি সর্ব্বজন।
মহাকুতূহলে মধ্যে করিল গমন॥
শ্রেণি চলে বাজিরাজি যত ধীরে ধীরে।
নাচিল শিরস্ত্রে শিখা অশ্বারোহি-শিরে॥
চলিল বহুল সৈন্য অগ্রে চতুরঙ্গে।
বাদ্যোদ্যম করি চলে বাদ্যকর সঙ্গে॥

মহাকোলাহলে পুরী পূরিয়া উঠিল।
ঘরে ঘরে কুলবধূ কাঁপিতে লাগিল॥
প্রবেশিল জলচর ভয়ে জলতলে।
চমকিল বনচর বনে দলে দলে॥
বিস্ময়িলা শব্দে দিবে আদিতেয় যত।
রসাতলে শেষ সহ নাগ শত শত॥
চলিল বিস্তর সৈন্য অনেক কৌশলে।
পরিণয়-অন্তে রাম যথা রাজ্যে চলে॥
কিম্বা অনিরুদ্ধে উষা দানি বাণ ভূপ।
করিল উৎসব যথা ঘটিল সেরূপ॥
নাচিল গমন-হর্ষে বাজিরাজি যত।
দেখি পয়োধরে সুখে ময়ূর যেমত॥
করিল দ্বিরদযূথ ধীরে ধীরে গতি।
যথা বরারোহা চলে আনন্দে যুবতী॥
বেশধারী নিষাদীরা তার স্কন্ধদেশে।
পুষ্পরথে যেমন সারথি নানাবেশে॥
চলিল শকটগ্রাম যুড়ি রাজপথ।
কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যথা ঘোররবে রথ॥
উড়িল পরাগরাশি আবরি অম্বরে।
ধাঁধিল নয়ন যেন প'লে ধূমঘরে॥
মহারঙ্গে সাজিয়া চলিল সেনাগণ।
বধিতে তারকাসুরে যথা ষড়ানন॥
কিম্বা জয়দ্রথ বীরে করিতে নিধন।
সাজিলা গাণ্ডিবী পার্থ যেরূপ সাজন॥

দ্বারে দ্বারে গৌড়বাসী বাদ্যোদ্যম করে।
রাসপূজা করি যথা বঙ্গবাসী নরে॥
দুইধারে অট্টালিকা শোভিল সুন্দর।
প্রাসাদ কি সৌধাবলি যত মনোহর॥
বহিল মানবস্রোত রাজপথে রঙ্গে।
সমুদ্র পাথারে যথা ঊর্ম্মি বায়ু সঙ্গে॥
দলে দলে নরগণ চলিলেক সঙ্গে।
কেহ বা প্রাচীরে উঠি দেখে মহারঙ্গে॥
কেহ ধায় রড়ে কেহ ছাড়ি গিয়া পথ।
দৌড়িল দেখিতে যেন জগন্নাথ-রথ॥
ভূরি ভূরি নরগণ দেখে বসি ছাদে।
প্রশংসিয়া মোরে বহু মনের আহ্লাদে।
গবাক্ষ ভিতরহৈতে দেখি রামাগণ।
হুলাহুলি দিল সবে হয়ে হৃষ্টমন॥
বাজাইল কম্বুরাশি ঘোর রবে সবে।
হইল প্রবল নাদ যথা সিন্ধুরবে॥
হাসিতে লাগিল সুখে যত বিনোদিনী।
সুধাময় শশী দেখি যথা কুমুদিনী॥
কিম্বা দেখি উষান্তে রবিরে সূর্য্যমুখী।
হাসিল সেরূপ সবে হয়ে মহাসুখী॥
শোভিল গবাক্ষরন্ধ্রে নার্য্যাস্য সুন্দর।
পাতার আড়ালে যথা পদ্ম মনোহর॥
পরস্পরে কহিতে লাগিল রামাগণে।
ধন্য বিদ্যা এবুধের এতিন ভবনে॥

বৃহস্পতি সম বুধ এবে মহীতলে।
বিজয়ী হইল গৌড় স্বীয় বিদ্যাবলে॥
উদ্ধারিল পণকূপ হৈতে রত্নাবতী।
বৈদেহিবিলাসী রাম যথা সীতাসতী॥
কিম্বা শিশুপাল হৈতে রুক্মিণী যুবতী।
উদ্ধারিল স্বীয় গুণে কৃষ্ণ ব্রজপতি॥
কেহ বলে পুণ্যশীলা ধন্য রত্নাবতী।
লইল পরীক্ষি রামা স্বীয় যোগ্যপতি॥
যেমন রতনক্রেতা পরীক্ষি রতন।
লইল সেরূপ রামা নিজ পতিধন॥
ভাগ্যবতী রত্নাবতী কি কহিব কথা।
নলের কলত্র ভৈমী দময়ন্তি যথা॥
স্বস্তি স্বস্তি বলি যত দ্বিজনারীগণ।
ভূরি ভরি ধন্য বাদ দল সর্ব্বজন॥
ভীমশূলপাণি সৈন্য অগ্রে অগ্রে চলে।
ঘিরিতে বিরাটগাভী যথা কুরুদলে॥
কিম্বা অভিমন্যুবধে বৈরনির্যাতনে।
গিয়াছিল রণে পার্থ যেরূপ সাজনে॥
গাইল গায়কদল যানোপরি সুখে।
নাচিল নর্ত্তকবৃন্দ সদা হাস্যমুখে॥
নাচিতে নর্ত্তক-আস্য মনোহর দোলে।
স্বচ্ছ হ্রদে পদ্ম যথা বায়ুর হিল্লোলে॥
শোভিল বিপণাবলি চারু দুইধারে।
কিদিব উপমা তার অতুল সংসারে॥

করিল প্রমোদবন দুই ধারে শোভা।
নন্দনকানন যথা দিবে মনলোভা॥
বর্ত্তমান ঋতুরাজ সমরূপে তথা।
ছায়ারূপে কুসুমেষু রতি সঙ্গে যথা॥
জ্বালিল দেখিয়া নিশি সবে দীপাবলি।
শোভিল সহসা যেন শম্পা নভে ঝলি॥
রাজপথে ঘরে দ্বারে কিম্বা ছাদোপরি।
উজ্বলিল দীপাবলি গৌড়পুর ভরি॥
অনন্তর স্থানে স্থানে যত গৌড়বাসী।
পোড়াইল নানাবিধ বাজি রাশি রাশি॥
হইল আলোকময় তাহে ভয়ঙ্কর।
দোলের চাঁচরে বঙ্গে যথা করে নর॥
দশদিক্ আলো করি করিল বিকল।
বোধ হইল ধরা-বৃক্ষে গৌড়-অগ্নিফল॥
ঘটিল যে রূপ শোভা কি কহিব কথা।
ভৈমী স্বয়ম্বরে নৃপ! বিদর্ভেতে যথা॥
প্রদক্ষিণ করি পুরী মম সহ সবে।
আইল তোরণে শেষে মহাকলরবে॥
চতুর্দ্দোল সহ গিয়া যানধারিগণ।
দাঁড়াইল রাজদ্বারে হয়ে হৃষ্টমন॥
শোভিল রতনময় দোলা মনোহর।
ধনপতি-ধনাগার যেমন সুন্দর॥
নবপয়োধরা ধনী রত্নাবতী সতী।
শোভিল আলোক-মাঝে প্রতিমা যেমতি॥

দেখিয়া সে শোভা, মোরে যত রামাগণ।
ভূরি ভূরি প্রশংসিল আহ্লাদ-কারণ ॥
ধন্য বুধে গৌড়পতি কন্যা প্রদানিলা।
যথামর সিন্ধু মথি কৃষ্ণে লক্ষ্মী দিলা ॥
প্রশংসি এরূপ মোরে যত রামাগণ।
দম্পতি লইয়া সবে করিল গমন ॥
অবরোধে গিয়া শেষে করিয়া ভোজন।
বাসরমহলে সুখে করিনু শয়ন ॥
যার যেই স্থানে গিয়া অধিকৃত যত।
শয়ন করিল সবে ভক্ষি বিধিমত ॥
বিরামদায়িনী নিদ্রা দেবী পরে মোরে।
ঘিরিলে রহিনু আমি শয্যোপরি ঘোরে ॥
ডাকিল বিহঙ্গকুল নিশা-অবশেষে।
প্রকাশিল ঊষা দেবী হেমকান্তি-বেশে ॥
শয্যা ত্যজি পুরবাসী উঠিল সকলে।
উঠিল মাণিকেশ্বর চিত্তকুতূহলে ॥
আহ্নিক প্রভাতি বাদ্য বাদ্যকরগণ।
আরম্ভিল দেবালয়ে হয়ে হৃষ্টমন ॥
বন্দিগণ আনন্দে বন্দিল বহুতর।
বেদধ্বনি করিল বেদজ্ঞ দ্বিজবর ॥
প্রাতঃকর্ম্ম সকলে করিয়া সমাপন।
করিনু মধ্যাহ্নে অন্ন সুখেতে ভোজন ॥
অনন্তর সখীদল নিশাকালে আসি।
ফুল শয্যালয়ে মোরে লয়ে গেলা হাসি ॥

ভয়ে ভয়ে ভবপতি! করিনু গমন।
দাগিয়া তস্কর যথা সদা উচাটন॥
দেখিনু কুসুমদাম ঝুলিতেছে দ্বারে।
নানাবিধ পুষ্প তাহে কে বর্ণিতে পারে॥
চারিদিকে রাশি রাশি কুসুমের রাশি।
রেখেছে ব্রজেতে যথা রাসে ব্রজবাসী॥
কিম্বা গান্ধারীর সহ দ্বন্দী কুন্তি সতী।
সুবর্ণ চম্পকে পূজে পিনাকি যেমতি॥
শোভিছে তাহার শোভা পরম সুন্দর।
ধনেশ-আলয়ে যেন রত্ন মনোহর॥
ক্রমশঃ বাসরে গিয়া দেখিনু ভূপতি!
বসিয়াছে শয্যোপরি রত্নাবতী সতী॥
শোভিছে কমলে যেন বসে পদ্মালয়া।
কিম্বা যথা নিত্য শোভে কৈলাসে অভয়া॥
ভাতিছে তাহার ভালে ললাটীকা শোভা।
ভবানীললাটে যথা শশী আঁখিলোভা॥
শিরোধরললন্তিকা কুচযুগোপরি।
শোভিছে তারকাবলি যথা বিশ্বভরি॥
মধ্যে মধ্যে মণি যার কি কহিব কথা।
হর্ষ্য রসে কৌস্তভ শোভয় চারু যথা॥
পরিহর্য্য সহ হস্তে শোভিছে কঙ্কন।
চরণে নূপূর তার বিচিত্র গঠন॥
বিশুদ্ধ কাঞ্চন কাঞ্চি শোভে কাঞ্চি পদে।
প্রভাকর প্রতিবিম্ব যেমন সুহ্রদে॥

হাসিল আমায় দেখি সহচরী যত ।
প্রভাতে মিহিরে হেরি পদ্মিনী যেমত ॥
কিম্বা ব্রজকুঞ্জবনে যত ব্রজনারী ।
দেখিয়া মনের সুখে যেরূপ মুরারি ॥
বীণাহাতে সখীবৃন্দ বসে আছে সবে ।
দশাংশে ভারতি যেন অবতারি ভবে ॥
চারিদিকে গৃহমাঝে আলেখ্য বিস্তর ।
সাজায়েছে যথা পূজি পটেশ্বরী নর ॥
কোন স্থানে ভগীরথ শঙ্খঘণ্টা ধরি ।
আনিতেছে কুতূহলে জাহ্নবী আদরি ॥
উদ্ধারিতে জীবকুল বিষ্ণুপদী সতী ।
করেছেন মহাবেগে ধরাতলে গতি ॥
কোনস্থানে বাণাত্মজ বলি নৃপবর ।
করিতেছে মহাযজ্ঞ তুষ্টি নরামর ॥
বামণমূরতিরূপী শ্রীমধুসূদন ।
দানার্থে দাঁড়ায়ে তথা মোহি ত্রিভুবন ॥
দ্রৌপদী বিলাসী পার্থ খরতর বাণে ।
অলক্ষে বিঁধিছে লক্ষ সুখে কোন স্থানে ॥
লক্ষ লক্ষ রাজাগণ বসে চারিপাশে ।
এসেছিল যে সকল দ্রৌপদীর আশে ॥
কোথাও মহিষাসুরনাশিনী পার্ব্বতী ।
শোভিতেছে দশভুজে মঞ্জুরূপে সতী ॥
ষড়ানন সরস্বতী লক্ষ্মী গজানন ।
শোভিছে দক্ষিণে বামে তাঁহার সন্তান ॥

শিরোপরি পঞ্চানন বসি পঞ্চমুখে।
গাইছেন গীত যেন বীণাসহ সুখে॥
কোনস্থানে লগ্না দেবী চণ্ডী শম্ভুনাশা।
নাশিতেছে রক্তবীজ রূপে বিশ্বত্রাসা॥
মৌনভাবে সুর যেন ভাবিতেছে সবে।
কিরূপে ব্রহ্মের সৃষ্টি এইবার রবে॥
কোনস্থানে ধর্ম্মাত্মজ দ্রৌপদীবিলাসী।
বসেছেন রাজপদে কুরুকুল নাশি॥
বসুধার ভূপবৃন্দ কর করি করে।
অর্পিছেন পদে তাঁর পরম আদরে॥
দক্ষিণে দ্বারকানাথ বসুদেবাত্মজ।
বামেতে তাহার শূর সহোদরব্রজ॥
শোভিতেছে চিত্রপটে ফুলশয্যাঘরে।
সুন্দর দ্বাপরে যথা হস্তিনা নগরে॥
ব্রজগোপী সহ কোন স্থানে দামোদর।
করিছেন বহুলীলা কহিতে বিস্তর॥
চিত্রপট দরশন করি আসি শেষে।
বসিলাম শয্যোপরি ভয়ে একদেশে॥
কৌশলে কৌতুক করি যত সহচরী।
আরম্ভিল গীতবাদ্য সম বিদ্যাধরী॥
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী আদি যত।
গাইল সুতানে গান সখীগণ তত॥
চিত্তবিনোদন গীত গাইয়া সুতানে।
চলি গেলা সখীবৃন্দ স্বীয় স্বীয় স্থানে॥

দ্বার রুদ্ধ করি শেষে রত্নাবতী সতী।
বসিলেন শয্যোপরি আনন্দে যুবতী॥
ধরিল আমার কর হর্ষে ধনী হাসি।
পারণা দেখিয়া যথা আশু উপবাসী॥
করিনু শয়ন দোঁহে ফুলশয্যোপরি।
রাধাকুঞ্জে রাধাসহ যেরূপ শ্রীহরি॥
মনোজ-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিল যুবতী।
প্রলয় প্লাবনে বেগে তৃণাদি যেমতি॥
করিল আমায় শেষে ধরি কোলগত॥
তৈষেতে মনুষ্য বহ্নি আনন্দে যেমত॥
মনোহরা রত্নাবতী রূপের নিধান।
স্পর্শেতে জাগিল মনে মনসিজ বাণ॥
ভয় হেতু পাণ্ডু হয়ে রহিনু ভূপতি!
মার্জ্জারে দেখিয়া যথা কপোত কপোতী
রহিনু শয্যাতে আমি কি কহিব কথা।
হিমভয়ে অগ্নি কোণে সূর্য্যদেব যথা॥
হাব ভাব বিভ্রম করিল রত্নাবতী।
বিফল বুঝিয়া মৌনে রহিল যুবতী॥

ইতি কালিদাসের বিদ্যালাভ কাব্যে পঞ্চম সর্গ

ষষ্ঠ সর্গ।

পরিণয় দিয়া কন্যা গৌড়ের ভূপাল।
প্রদানিল মন-সুখে দীনে ধনজাল॥
ভাসিলা নৃপদম্পতি আনন্দের নীরে।
প্রদানি জনক যথা সীতা রঘুবীরে॥
কিম্বা পাণ্ডুপুত্রগণে দ্রৌপদীরে দিয়া।
ভাসিল আনন্দ-নীরে দ্রুপদের হিয়া॥
পরম সন্তুষ্ট রাজা হইয়া অন্তরে।
প্রদান করিল ধন যোজকনিকরে॥
বাঞ্ছামত ধন পেয়ে যোজকনিকর।
পরিতুষ্ট হয়ে চলে স্বীয় স্বীয় ঘর॥
একত্র হইয়া শেষে যোজকের দল।
হাসিতে লাগিল সুখে করি খল খল॥
প্রধান যোজক বলে শুন যোক্তা যত।
পাইবে নৃপতিবালা দণ্ড বিধিমত॥
যত দুঃখ দিল ভাই! আমা সবাকারে।
পাইবে দ্বিগুণ কষ্ট সেই অহঙ্কারে॥
যেমন দাম্ভিকা ভবে নৃপতির বালা।
তদুচিত ভবে তার ঘটিবেক জ্বালা॥
মূর্খ স্বামী হেতু রামা জ্বলিবে সতত।
স্বামিহীনা চিরদুঃখে প্রমদা যেমত॥
এরূপ কহিয়া সবে নিজনিজালয়।
চলি গেলা ধন সহ হয়ে তুষ্টকায়॥

অনন্তর প্রভাত হইলে বিভাবরী।
রত্নাবতীকাছে এলো যত সহচরী॥
জিজ্ঞাসিল কহ ধনী! শুনি সমাচার।
কিরূপ করিল কবি রাত্রে ব্যবহার॥
রত্নাবতী বলে শুন সহচরিগণ!
বুঝিতে নারিনু আমি এবুধের মন॥
বচনপটুতা তাঁর শুনেছ বিচারে।
বাক্যহীন সদাভীরু এবে দেখি তাঁরে॥
পরম পণ্ডিত বলি পরিচয় দিল।
বেদপুরাণের নাম অনাসে কহিল॥
প্রশ্ন নাকরিনু আমি করিয়া বিশ্বাস।
এবে তাঁর কার্য্য দেখি পাইতেছি ত্রাস॥
কি জানি ললাটে সখি! কিবা মম আছে।
বিজ্ঞ বলি বরিলাম অজ্ঞ হয় পাছে॥
তা হলে কি বলে মুখ দেখাইব ভবে।
ইন্দুসম চির মোর একলঙ্ক রবে॥
পণ্ডিতে হারায়ে আগে শেষে অজ্ঞ-কাছে।
কি জানি হারিবা এবে সেই ভয় আছে॥
হৃদ্‌কম্প হৈল রাত্রে দেখি ব্যবহার।
তদবধি সুখ নাই কি বলিব আর॥
কিরূপ করিল সখি! যোজকের দল।
বুঝিতে নারিনু আমি যোক্তার কৌশল॥
সর্ব্বদাই ভীত কেন একি অসম্ভব।
নাপারি বুঝিতে এবে এচাতুরী সব॥

অজ্ঞ বিজ্ঞ অদ্য রাত্রে পরীক্ষা লইব।
বুঝিলে উচিত কার্য্য প্রভাতে করিব॥
ইহা বলি ভাবি দুঃখ ভাবি হৃদে ধনী।
নীরবে রহিল যেন আঘাতিত ফণী॥
নিশায় একত্রে পুনঃ করিয়া শয়ন।
রহিল নৃপতিবালা সদা ক্ষুণ্ণমন॥
হেন কালে পশ্বালয়ে উষ্ট্রিকা ডাকিল।
শুনি রামা স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল॥
কহ! নাথ কি ডাকিছে পুনঃ পুনঃ বলে।
জানিবারে মম জ্ঞান কহিল কৌশলে॥
অগত্যা কহিনু আমি ত্যজি স্বীয় ভয়।
ডাকিতেছে উড্র ধনী! হেন মনে লয়॥
বিশুদ্ধ কর্ণেতে ভূপ! অশুদ্ধ বচন।
শুনিয়া হইল তার সংশয়িত মন॥
কহিল আমায় পুনঃ কহ পুনর্ব্বার।
বুঝিতে নারিনু আমি বচন তোমার॥
কহিনু ডাকিছে উড্র পশ্বালয়ে ধনি!
শুনিয়া কাঁপিল মোরে মহাজ্ঞান গণি॥
বিস্ময়িলা শুনি রামা মমেতর ভাষা।
শম্ভু যথা চণ্ডী দেখি রক্তবীজনাশা॥
কিম্বা রক্ষেশ্বরপুত্র অক্ষয়কুমার।
হনু হাতে ম'লে যথা রাক্ষস অপার॥
রুষিলা অশুদ্ধ বাক্যে মহাক্রোধে ধনী।
ডম্বুরুর রবে যথা আশু কালফণী॥

শিহরিল লোম তার কি কহিব ভূপ !
ভয়ে চমকিলে শল্য শলক যেরূপ ॥
কহিল পরীক্ষা সূরি ! দেহ পুনর্ব্বার।
সন্দেহ হয়েছে মম বচনে তোমার ॥
বল দেখি হর্ষ্যুরস কোন্ সন্ধি পায়।
সূত্র বলি পদ সাধি বুঝাও আমায় ॥
কোন্ বিভক্তিতে বুধ ! রাম শব্দ হয়।
কহ আশু এসকল করিয়া নিশ্চয় ॥
হর্ষেতে সম্রাট্ ধন করিতেছে দান।
কেবা কর্ত্তা কেবা কর্ম্ম কর অনুমান ॥
শ্যামচাঁদ মধুপুরে করিছে গমন।
কহ ত্বরা কোন্ বাচ্য এসব বচন ॥
কোন্ সমাসতে সুধি ! সর্ব্বভেদীপদ।
লিঙ্গ-মধ্যে কোন্ লিঙ্গ বল দেখি হৃদ ॥
কুটঙ্গ পুরাণ নাম বিচারের কালে।
লইয়া ফেলিলে মোরে ঘোর ভ্রম-জালে ॥
এরূপ করিল প্রশ্ন দেবী রত্নাবতী।
শুনিয়া সভয় আমি হারাইনু মতি ॥
জড়ের প্রতিম শেষে না কহিয়া কথা।
রহিনু নীরবে নৃপ ! জড় থাকে যথা ॥
অজ্ঞান দেখিয়া শেষে রাজার দুহিতা।
রুষিল আমায় যথা রাবণেরে সীতা ॥
ক্রোধভরে শয্যা ত্যজি রত্নাবতী সতী।
কাঁদিতে লাগিল যেন স্মরহারা রতি ॥

রোদন-নিনাদে ভয়ে যত সহচরী।
আশুগতি এলো তথা সকলে শিহরি॥
কি হইল নৃপবালে! কহ শুনি তব।
ইহা বলি জিজ্ঞাসিল করি ঘোর রব॥
সখীবৃন্দ-কণ্ঠস্বরে খুলিয়া দুয়ার।
কাঁদিয়া কহিল সখি! কি কহিব আর॥
মহাজ্ঞ এস্বামী দেখি বুধ কভু নয়।
কৌশলে আমায় এবে করিয়াছে জয়॥
বুঝিনু গৌরব-রবি ভ্রম-অন্ধকারে।
ডুবিল আমার আর দুঃখ কব কারে॥
সুখাশা-ছলনে মম বিপদ ঘটিল।
কৌশলে যোজককুল এবে দুঃখ দিল॥
অজ্ঞানদ্বেষিণী আমি ছিনু সখীগণ!
সেই মূঢ় মমাদৃষ্টে ঘটিল এখন॥
ধিক্ মম বিদ্যা এবে ধিক্ মম জ্ঞানে।
জলাঞ্জলি দিনু শেষে ভ্রমহেতু মানে॥
সখীগণ বলে সখি না হও কাতর।
কিরূপে জানিলে কহ মূঢ় সুধীবর।
রত্নাবতী বলে সখি কি কহিব আর॥
উষ্ট্রকে কহিল উড্র ক্রমে দুই বার॥
বিশেষ জেনেছি আমি নানারূপ মতে।
এর সম অজ্ঞ নাহি সখি এজগতে॥
বিজ্ঞ বলি অজ্ঞ পাত্র যোক্তা দিল মোরে।
কাঞ্চনরসিত তাম্র যথা জয়াচোরে॥

শুনি সহচরিগণ জিজ্ঞাসিল মোরে।
কহ বুধ! কিকথা কহিলে নিদ্রা-ঘোরে॥
কাঁপিতেছি থরথরে আশঙ্কিত মনে।
শার্দ্দূল তাড়িত মৃগ যথা ঘোর বনে॥
বাক্য নাহি সরে মম কি দিব উত্তর।
কাঁদিতে লাগিনু ভয়ে হইয়া কাতর॥
দেখি সহচরীবৃন্দ অবাক্ হইল।
অদ্বিতীয় অজ্ঞ শেষে নিশ্চয় বুঝিল॥
কহিল অসম আশা কিহেতু তোমার।
হইল আসিতে হেথা, কহ মর্ম্ম তার॥
যোজকবৃত্তান্ত আমি বর্ণিনু সকল।
বিস্মিত হইল শুনি সহচরীদল॥
চাতুরী-বৃত্তান্ত শুনি দেবী রত্নাবতী।
কাঁদিতে লাগিল যেন পতিহারা সতী॥
কৌশল-জালেতে পড়ি ভাবে রত্নাবতী।
কিরাত-আনয়ে বনে সিংহিনী যেমতি॥
হইল বিষন্ন অতি ক্ষোভে বিনোদিনী।
দিনান্তে ভাস্করে হেরি যথা পঙ্কজিনী॥
সখীগণ বলে সখি কি করিবে আর।
যা ছিল কপালে এবে ঘটিল তোমার॥
এই পতি লয়ে ধনি কর হসংসার।
বিধির নির্ব্বন্ধ খণ্ডে সাধ্য বল কার॥
দুঃখেতে কাঁদিয়া শেষে কহে রত্নাবতী
কিরূপে লইব আমি হেন মূঢ়পতি॥

কৃতান্ত-দূতের দেখি প্রতিম এজন।
কহ সখি প্রেমামোদে কিসে লবে মন॥
দুষ্ট অজ্ঞানত্ব-অহি আছে মূঢ়োদরে।
মন্থনে বিপদ হবে যথা সিন্ধু হরে॥
প্রণয়-অমৃত-আশে কলহ-গরল।
নিশ্চয় উঠিবে, মূঢ় না হয় সরল॥
লইতে এস্বামী যদি করি আমি আশা।
প্রফুল্ল কমলে যেন হবে কীট-বাসা॥
কহিব কি সহচরি! মন-দুঃখ আর।
ভ্রমিবে যৌবনারণ্যে অজ্ঞ দুরাচার॥
ত্যজিব এ স্বামী আমি শুন বিনোদিনী।
অধঃবারি কুলমানে যথা চাতকিনী॥
খেলে যে হংসিনী সুখে স্বচ্ছ সরোবরে।
কভু কি সে যায় ধনি! পঙ্কিল কুসরে॥
কিম্বা কেশরিণী কবে সংসর্গের আশে।
মিত্রভাবে শৃগালেরে প্রমোদে সম্ভাষে॥
মৃণালের তেজে সখি! পদ্মিনীর শোভা।
বিমল করেতে যথা মণি মন-লোভা॥
নহিলে বিজ্ঞের ভার্য্যা কেহ না আদরে।
বিষদন্তহীন সর্পে যথা নাহি ডরে॥
সুধাময় শুক্লপক্ষে ইচ্ছে ভববাসী।
কহ সখি! ভাল বাসে কেবা তমোরাশি॥
সুগন্ধ সহিত যদি বহে সমীরণ।
দ্বিগুণ আদর তার এতিন ভুবন॥

অনাবৃষ্টি সহ যদি বহে প্রভঞ্জন।
দ্বিগুণ যাতনা তাহে দগ্ধ করে মন ॥
যে বিপিনে খল ব্যাঘ্র পশে হিংসাকারী ;
পার্শ্ববর্ত্তী লোক তার ভয়ে থাকে ভারি ॥
মূঢ় পতি হলে নারী সদা ভয়ে মরে।
বিষধের ভুজঙ্গমে যথা লোকে ডরে ॥
সদাই পদ্মের রুচি সরল মৃণালে।
প্রভাময় যেইরূপ শশী গৌরিভালে ॥
শুষ্ক মৃণালেতে তার সদা রুচিহীন।
অন্নকষ্টে লাবণ্য হারায় যথা দীন ॥
মূঢ়পতিলাভে দেহ শুষ্ক হয়ে যাবে।
বিধবার কুচ সখি যথা স্বাম্যাভাবে ॥
অজ্ঞ-বিজ্ঞ-মনোবৃত্তি-ভেদ কব কত।
সুধাতরঙ্গিণী সহ তিমির যেমত ॥
শিরোধর-গলদেশে যশোরত্নহার।
পরিয়াছে যেই, রত্নে যত্ন লঘু তার ॥
কিম্বা যশোমৃতে স্বাদ জন্মে যার ভবে।
বৈভবে সেরূপ যত্ন থাকে ভার করে ॥
পণ্ডিতে অজ্ঞানে সখি সদা সেইরূপ।
নিশ্চয় কহিনু আমি বচন স্বরূপ ॥
পরমজ্ঞানদা বিদ্যা দেহে নাহি যার।
বিড়ম্বনা মহীতলে জীয়ে থাকা তার ॥
অসাবধানতা হেতু জিনিল কৌশলে।
অবগাহকেরে যথা নক্রে ধরে জলে ॥

মিথ্যা সখি! জীবিত আমার এই ভবে।
একলঙ্ক ইন্দুসম চির ভবে রবে॥
লাঘবিতে মান মম যোক্তা দুরাচার।
করিল এ অভিসন্ধি বুঝিলাম সার॥
প্রাণাধিক মান কভু না ছাড়িব আমি।
বরঞ্চ ত্যজিব সত্য এই মূঢ় স্বামী॥
করিব কলঙ্কদূর শুন সহচরি!
ত্যজিয়া মৈথিলী যথা রামরূপে হরি॥
এরূপ কহিয়া রামা ঘোর তমোবশে।
মারিলেক পদাঘাত ক্রোধে মমোরসে॥
পড়িলাম পদতলে হইয়া কাতর।
রক্তবীজনাশা-চণ্ডী-পদে যথা হর॥
কাঁদিলাম ধরি তার রাজীব-চরণ।
যেরূপ শ্রীমতিমানে ব্রজে নারায়ণ॥
তথাপি রোষেতে মোরে দিল তাড়াইয়া।
কাঁদিনু বিস্তর আমি বহির্দ্বারে গিয়া॥
নির্ঝরপ্রতিম মোর নয়নের বারি।
বহিতে লাগিল বক্ষে মন-দুঃখে ভারি॥
ঘোর অন্ধকার নিশি কোন দিকে যাই।
কি করি উপায় কিছু ভাবিয়া না পাই॥
কলত্রের পদাঘাতে মনের যন্ত্রণা।
বাড়িল যেরূপ তার নাহিক বর্ণনা॥
মনে মনে বিলাপ করিয়া বহুতর।
করিলাম পণ শেষে শুন নৃপবর

যদি বিদ্যা আমারে অর্পেণ সরস্বতী।
তবেত ফিরিব নহে চির বনে গতি॥
কিম্বা যদি প্রাপ্ত নাহি হই হরিপ্রিয়া।
অর্পিব এ প্রাণাধারে ব্যাঘ্রে বনে গিয়া॥
চলিলাম বাগীশ্বরী-অন্বেষণে বনে।
শ্রীকৃষ্ণ আনিতে ধ্রুব যথা ক্ষুণ্ন মনে
কিম্বা কৈকেয়ীর পণে দাশরথি বীর।
প্রবেশিল বনে হৃদে যেরূপ অস্থির॥
এরূপ করিয়া পণ মনে ভবপতি!
ছাড়ি মত্যুভয় বনে করিলাম গতি॥
বহুদূর গেলে দিবা হইল প্রকাশ।
চলিনু পশ্চিম দিকে ছাড়িয়া তরাস॥
অবিরাম চলিলাম সমস্ত দিবস।
বুভুক্ষা পিপাসা মোরে করিল অবশ॥
ক্রমশঃ হইল শেষে দিবা-অবসান।
ভয়েতে হইল ব্যস্ত আমার পরাণ॥
দশদিক্ ঘোর তম ব্যাপিল আসিয়া।
কি করি উপায় কিছু না পাই ভাবিয়া॥
সম্মুখে দেখিনু এক ঘোরতর বন।
প্রবেশিনু তাহে আমি ইচ্ছিয়া মরণ॥
লতাবৃত স্থানে শেষে প্রবেশ করিয়া।
বসিয়া রহিনু স্বীয় ধ্বংস অপেক্ষিয়া॥
বাহির হইল কত ভল্লুক শার্দূল।
শুনিয়া পশুর রব হইনু আকুল॥

পড়িয়া রহিনু আমি কাতরেতে বনে।
নির্ম্মোক ছাড়িয়া যথা কৃশ অহিগণে॥
ডাকিলাম ভারতিরে হইয়া কাতর।
দস্যুবৃত্তি-অপবাদে যথা রত্নাকর॥
দৃষ্টি নাহি চলে তাহে ঘোর অন্ধকার।
নীরবে কাঁদিনু আমি অন্তরে অপার॥
মৃত্যুভয়ে পাণ্ডু হয়ে হইনু বিকল।
ইন্দ্রজিত-ভয়ে যথা স্বর্গে আখণ্ডল॥
কিন্তু মোরে না দেখিল যত জন্তুগণ।
ভাগ্যহীন যথা নৃপ! পথে পড়াধন॥
প্রভাত হইলে নিশি যত জন্তুগণ।
ভূধধ-কন্দরে শেষে করিল গমন॥
অম্বুজ-সন্তোষ রবি হইল প্রকাশ।
দেখিয়া হইল দূর আমার তরাস॥
ক্ষুধায় কাতর হয়ে বিষাদিত মনে।
ভ্রমিতে লাগিনু বনে ফল-অন্বেষণে॥
দেখিলাম খেলিতেছে কুরঙ্গিনীদল।
ব্রজের নিকুঞ্জে যেন গোপিকা সকল॥
চমকিল দেখি মোরে যত কুরঙ্গিনী।
সহসা যেরূপ ব্যাধে দেখি বিহঙ্গিনী॥
ক্ষুধার জ্বালায় আমি ভ্রমি ইতস্ততঃ।
বৃক্ষ লতা বনজন্তু দেখিলাম কত॥
সম্মুখে দেখিনু পরে মঞ্জু সরোবর।
প্রস্ফুটিত পদ্ম তাহে শোভিছে সুন্দর॥

তুষ্টহৈল জলাশয় দেখি মম প্রাণ।
পাইনু তাহার বারি-পানে পরিত্রাণ॥
মৃণাল তুলিয়া আমি উদর পূরিয়া।
খাইয়া তাহার তীরে রহিনু শুইয়া॥
নির্ম্মলসলিলকণাবাহী প্রভঞ্জন।
করিল পরম তৃপ্ত বহি মম মন॥
একেত বাসন্তানিল তাহে বৃক্ষ-ছায়া।
ঘেরিল সুযোগে নিদ্রা আসি মোর কায়া॥
আরম্ভিয়া মনসুখে সম্বেশ-সেবন।
হইলাম অচেতন মুদিয়া নয়ন॥
আশ্চর্য্য দেখিনু স্বপ্ন মর্ম্ম শুন তার।
শিরোদেশে বসি যেন জননী আমার॥
কহিছেন বৎস কালি! তোমার বিহনে।
অহর্নিশি অসুখিত আছি ক্ষুব্ধ মনে॥
কিন্তু বৎস! বিদ্যা হেতু পূজিতে ভারতি।
এসেছ শুনিয়া হর্ষ বাড়িয়াছে অতি॥
জগতবন্ধকামোদে ত্যাগ করি বনে।
যদ্যপি এসেছ বাণী ভজ দৃঢ়মনে॥
শুনিয়া অপ্রতিহত বিদ্যোৎসাহ তোর।
হয়েছি রে বৎস কালি! আনন্দেতে ভোর॥
যদ্যপি পড়েছ বিদ্যা-উৎসাহ-তরঙ্গে।
ভাসরে ভজনাম্বুদে স্বীয় মন-রঙ্গে॥
নিত্য বাণী-পাদপদ্ম পূজহ সংযমে।
অমররত্ন পাবি দমি ভব-দম যমে॥

অচিরায় বিশ্বজ্ঞানদায়িনী ভারতি।
দিবেন অসীম বিদ্যা এবে তোর প্রতি॥
ভবাম্বুধি পার হবি বৎস! অনায়াসে।
করিলা যেরূপ বাণী কবি বেদব্যাসে॥
কাব্য-রত্ন অনেক জন্মিবে তবোদরে।
জন্মায় যেরূপ রত্ন অগাধ সাগরে॥
ধন্য তব জন্মদাতা ধন্য গর্ভ মম।
অমরপ্রতিম হবি জয় করি যম॥
যমবিজয়িনী কীর্ত্তি ঘোষিবে এ ভবে।
যেরূপ ভবের বৎস! বিশ্ববাসী সবে॥
কহিলেন এইরূপ বসি শিরোদেশে।
চমকি উঠিনু নিদ্রা দূরে গেলে শেষে॥
হায়! নৃপ মনোরস নয়নের জলে।
আর্দ্র হইল বস্ত্রসহ মায়ার কৌশলে॥
অধৈর্য্য হইনু দুঃখে হইয়া কাতর।
মাতৃহীন শিশু যথা শোকে নিরন্তর॥
হায় মাতঃ! বলি আমি হৈনু মূর্চ্ছাগত।
পাদপ হইতে লোক পড়ি যেই মত॥
চৈতন্য পাইয়া শেষে কাঁদিনু বিলাপে।
দশরথ মলে যথা রাম মনস্তাপে॥
ক্ষণে উঠি ক্ষণে পড়ি কাঁদিতেছি দুখে।
সহসা দেখিনু এক রমণী সম্মুখে॥
শুক্লবস্ত্রা শুভ্রকেশা অতিস্থূলকায়া।
আইলেন বাণীদেবী করি মহা মায়া॥

জিজ্ঞাসিল মোরে বৎস! কহ বিবরণ।
আইলে এ ঘোরারণ্যে কিসের কারণ॥
কেনবা ধরায় পড়ি করিছ রোদন।
কাঁদিছে তোমারে দেখি বৎস! মম মন॥
আদ্যোপান্ত তাঁর কাছে সমস্ত বর্ণিয়া।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত আমি কহিনু কাঁদিয়া॥
কহিলেন মাতৃবাক্য সত্য তোর হবে।
ধ্রুবের প্রতিম বিশ্বে চির যশঃ রবে॥
অবশ্য পাইবি তুই দেবী বাগ্‌দেবী।
যেরূপে পাইল ধ্রুব কৃষ্ণে বনে সেবি॥
কিন্তু বৎস! মম বাক্য শুন অতঃপর।
এই বাপীনীরে স্নান কররে সত্বর॥
ভজনার মন্ত্র আমি শিক্ষা দিব তোরে।
পাইবি ভারতি বাছা! সেই মন্ত্র-জোরে॥
শুনি জলাশয়ে আমি কৈনু স্নান দান।
নারদ-বাক্যেতে যথা ধ্রুব করে স্নান॥
আর্দ্র বস্ত্রে আমি শেষে দেবীর সম্মুখে।
বসিলাম পূর্ব্বমুখে হৃদয়-অসুখে॥
কহিলেন বাগীশ্বরী বৎস কালিদাস!
মা ভৈঃ তোমার আশু পূর্ণ হবে আশ॥
রসনা বাহির কর লিখি কৃষ্ণনাম।
যে নামে তোমার শীঘ্র সিদ্ধি হবে কাম॥
নিশ্চয় কহিনু আমি এসকল তোরে।
পাইবি ভারতিপদ কৃষ্ণনাম-জোরে॥

হর্য্যুরসবাসিনী ভারতি সবে বলে।
পাইবি দেবীরে বাছা! নামের কৌশলে॥
শুনিয়া রসনা আমি করিনু বাহির।
লিখিলেন কৃষ্ণনাম দেবী হয়ে স্থির॥
বাগীশ্বরী স্পর্শে মম অজ্ঞানত্ব যত।
পলাইল সূর্য্য দেখি তিমির যেমত॥
প্রকাশিল জ্ঞানজ্যোতিঃ কি কহিব কথা।
বিশুদ্ধ কাঞ্চন নৃপ! রসানেতে যথা॥
পড়িলাম দেবী-পদে হইয়া কাতর॥
কহিনু আমারে মাতঃ! দেহ বিদ্যাবর॥
ধরিলেন নিজমূর্ত্তি দেবী সরস্বতী।
যেরূপে মোহিত সদা কৃষ্ণ ব্রজপতি॥
বাণী-স্পর্শে জন্মিল কবিত্বশক্তি মম।
স্বাতি-তারকার জলে শুক্তিমুক্তাসম॥
দেখিয়া প্রথমে আমি দেবীর বদন।
উল্লাসে ছন্দেতে রূপ করিনু বর্ণন॥
অনন্তর হর্য্যুরস-বাসিনী ভারতি।
উঠিলা হাউই সম নভে আশুগতি॥
শোভিল দেবীর প্রভা নভে সহ ধরা।
জীমূতমন্দ্রেতে যথা শম্পা মনোহরা॥
ঝলিল বাণীর রূপ কি কহিব কথা।
ঘণাবৃত রাত্রে রাজা ইরম্মদ যথা॥
উচ্চস্বরে কহিলাম মাতঃ সরস্বতি!
কি হবে এক্ষণে কহ এদাসের গতি॥

চিরকালদাস দেবি! ওচরণে দাস।
নিজগুণে দয়া করি সিদ্ধ কর আশ॥
জ্ঞানহীন ভক্তিহীন চিরমূঢ় দাস।
তা বলে জননি! মোরে করনা নৈরাশ।
মা ভৈ মা ভৈ বৎস অরে কালিদাস!
পাইবি অসীম বিদ্যা সিদ্ধ হবে আশ॥
কবিমধ্যে শ্রেষ্ঠ হবি এভবভিতরে।
ঘোষিবে কবিত্বযশঃ বিশ্ববাসী নরে॥
বিদ্যোদ্যান তবোদরে হবে বৎস কালি!
অনাসে সুবিজ্ঞ হবি যাবে মূর্খ-গালি॥
ফুটিবে তাহাতে বহু কাব্যরূপ ফুল।
পিবে গৌড় তার মধু যথা অলিকুল॥
তৃপ্ত হবে গৌড়বাসী কি কহিব কথা।
পিয়ে পদ্মিনীর মধু শিলীমুখ যথা॥
সরস কবিতা তব মুখে অবিরল।
বাহিরিবে গোমুখীতে যথা গঙ্গাজল॥
কাব্য-পয়োধির কলি বৎস! তুমি হবে।
অক্ষয় কবিত্ব যশঃ চির তোর রবে॥
চিরস্থায়ী যশঃ তব ঘোষিবেক নরে।
বহুপাদ যথা ভবে মৈথিলীর বরে॥
কিন্তু মম পদ ছাড়ি বর্ণিলি বদন।
এই দোষে হবে তোর কুস্থানে মরণ॥
এক্ষণেতে রুদ্রবাস যাহ বারাণসী।
নিশ্চয় পূর্ণিবে তব তথা বাঞ্ছা-শশী।

বিষ্ণু শিরোমণি নাম তাহে সুধী আছে।
অভ্যাস করহ বিদ্যা গিয়া তাঁর কাছে॥
তব জিহ্বাগ্রেতে দৃষ্টি রহিল আমার।
নিরাপদে যাহ এবে চিন্তা নাহি আর॥
অচিরায় তোর বিদ্যা হইবে উন্নতি।
দিন দিন সুধাধার যথা নিশাপতি॥
ইহা কহি বিদ্যাকর-বাণী নীরবিল।
সে স্বর মধুর সম কর্ণেতে বাজিল॥
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী আদি যত।
শুনিনু বাণীর বাণী মধুর সেমত॥
কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃ কহিলাম বানী।
কিরূপে যাইব মাতঃ! পথ নাহি জানি॥
বিশেষতঃ বনজন্তু চারিদিকে আছে।
সম্মুখে পড়িলে মোরে গ্রাস করে পাছে॥
কহিলেন বাগীশ্বরী বৎস তোর ভয়।
নাহিরে এঘোরারণ্যে কহিনু নিশ্চয়॥
অত্যুত্তম-অঙ্গে দেখি হরিপদচেনা।
যথা দেখি নাগন্তক সদা তার কেনা॥
সেরূপ আমার বরে বনজন্তুগণ।
স্পর্শিবে না তোরে কালি! স্থির কর মন॥
এইরূপ উপদেশি মোরে সরস্বতী।
হইলেন অন্তর্হিত নভে আশুগতি॥
অনন্তর দেব্যাদেশে চলি গিয়া শেষে।
উপনীত হইলাম বারাণসী দেশে।

কাশীধামে শিরোমণি-বিদ্যালয়ে গিয়া।
কহিনু ভারতী-আজ্ঞা সব বিশেষিয়া॥
শুনি ছাত্রসহ তবে বিষ্ণু শিরোমণি।
বিস্মিত হইল সব অসম্ভব গণি॥
জিজ্ঞাসিল মোরে পরে কহ দ্বিজবর!
কিরূপে পাইলে তুমি ভারতীর বর॥
কলত্রবৃত্তান্ত শেষে আদ্যোপান্ত ভূপ!
শিরোমণি সন্নিধানে কহিনু স্বরূপ॥
ছাত্র সহ আশ্চর্য্য হইল টোলপতি।
শৌর্য্যদরে বিশ্ব দেখি যথা যশোমতি॥
শেষে বুধ আরম্ভিল শিক্ষা দিতে মোরে।
শিখিতে লাগিনু বিদ্যা ভারতির জোরে॥
বিদ্যামন্দিরের পন্থা বর্ণপরিচয়।
পঞ্চম দিবসে সব শিখিনু নিশ্চয়॥
দ্বাররূপ সংক্ষিপ্তসারের শব্দ যত।
আশুপড়ি শেষে আমি শাস্ত্রে হৈনু রত॥
বেদ শ্রুত যত আছে এ ভবমণ্ডলে।
ছয় মাসে পড়িলাম বাণীপদ-বলে॥
বিস্ময়িল শিরোমণি কি কহিব কথা।
প্রহ্লাদের বিদ্যা দেখি ষণ্ডামার্ক যথা॥
অনন্তর শিরোমণি আশীর্ব্বাদ লয়ে!
আইলাম গৌড়দেশে আনন্দিত হয়ে॥
কৃতকার্য্য হয়ে শৌর্য্য দ্বিগুণ আমার।
বাড়িল যেরূপ নৃপ! কি কহিব তার॥

নৃপতি-মাণিকেশ্বর-সন্নিধানে গিয়া।
কহিনু বাণীর কৃপা সব বিশেষিয়া॥
শুনি সুখে গৌড়পতি ধন্যবাদ মোরে।—
দিলেন বহুল শেষে আমোদের ঘোরে॥
দৈববিদ্যা গৌড়বাসী শুনিয়া আমার।
বিস্মিত হইল তবে সকলে অপার॥
নিশাকালে রমণীর নিকটেতে গিয়া।
মাগিনু বিচার পুনঃ অন্তরে রাগিয়া॥
নূতন নূতন ছন্দে কবিতা সকল।
কহিলাম ভূরি ভূরি রচি অনর্গল॥
বিদ্যা দেখি অধোমুখী রৈল লাজে ধনী।
মহৌষধগুণে যথা নম্রমুখ ফণী॥
ধরিল চরণ মম ক্ষম বলি দোষ।
করেছি কুকর্ম্ম নাথ! না করিও রোষ॥
কহিনু তোমার প্রিয়ে! কিছু দোষ নয়।
দোষে গুণ জন্মিয়াছে জানিহ নিশ্চয়॥
অতএব পূর্ব্বশোক জাত শ্লোক যত।
বাহিরিল ভূধরের প্রস্রবণ মত॥
শুনিয়া ভূপতি হর্ষে কন কবিবরে।
ধন্য কবি তুমি, কবি এ ভবভিতরে॥
ধন্য তব পিতা ভবে ধন্য তব মাতা।
ধন্য লগ্নে তোমারে প্রেরিলা বিশ্বে ধাতা॥
ধন্য ভজনের ফল ফলিল তোমার।
হইলে ভারতি পেয়ে ভবাম্বুধি পার॥

যশোগন্ধে পূরিল ভারত বেড়ি তব।
মধুকালে পুষ্পামোদে যথা এই ভব ॥
এরূপ প্রশংসি রাজা অনেক কৌশলে।
ভূরি ভূরি পুষ্পদাম দিলা কবিগণে।
সভাসদ সকলেতে দিয়া আলিঙ্গন।
ভূপতি সহিত দিলা রাজকার্য্যে মন ॥

ইতি কালিদাসের বিদ্যালাভ কাব্যে ষষ্ঠ সর্গ

লেখকের নিবেদন শুন বন্ধুগণ!
নাম ধাম আমার করিব নিবেদন ॥
অনুকম্পি স্বীয় গুণে না লইবে দোষ।
কিম্বা নাহি প্রকাশিবে ইথে কোন রোষ ॥
নবদ্বীপ জনপদ বঙ্গে মনোহর।
সরে যথা সরোরুহ দেখিতে সুন্দর ॥
কিঞ্জল্কপ্রতিম তাহে ঘেরা বিদ্যা দেবী।
কবি হৈল কালিদাস যাঁর পদ সেবি ॥
সুভাষা এমন ভাষা নাহি বঙ্গদেশে।
নবদ্বীপে যেরূপ আছয়ে শুদ্ধবেশে ॥
পূর্ব্বেতে কুজরবাগী নামে গ্রাম তার।
জনম আমার তাহে কহিলাম সার ॥
জননী গোলকেশ্বরী ব্রজনাথ পিতা।
ছিলেন দয়ালু মম যথা রাম-সীতা ॥

গ্রন্থ সমাপ্ত।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা ২৭ নং বহু বাজার ষ্ট্রীটস্থ ওয়েলিংটন প্রেসে, ঝামাপুকুর বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটস্থ সংস্কৃত ডিপজিটেরিতে এবং পটলডাঙ্গাস্থ সমস্ত পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।